

বির

নাটিকা

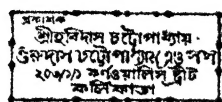
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়



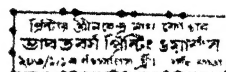
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩/১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

বৈশাখ—১৩৩৭

আট আনা



ପଞ୍ଜମ ସଂସ୍କରଣ



উৎসর্গ

কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহোদয় করকমলেশু ।

বন্ধুবর !

আপনি আমার রহস্যগীতির পক্ষপাতী । তাই রহস্যগীতিপূর্ণ এই নাটিকাখানি আপনায় করে অর্পিত হইল ।

সব বিষয়েরই দু'টি দিক আছে—একটি গভীর, অপরটি লঘু । বিরহেরও তাহা আছে ! আপনি ও আপনাব পূর্ববর্তী কবিগণ বিষাদবেদনাপ্রসূত বিরহের করুণগাথা গাহিয়াছেন । আমি—“মন্দঃকবিষঃপ্রার্থী” হইয়া বিরহের রহস্যের দিকটা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র ! আপনাদের বিরহ-বেদনাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে ।

আমাদের দেশে এবং অল্পত্র অনেকে হাশ্বরসের উদ্দীপনাকে অবধা চপলতা বিবেচনা করেন । কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে, হাশ্ব দুই প্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে । এক সত্যকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া, আর এক প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া । যেমন এক, কোন ছবিতে অঙ্কিত ব্যক্তির নাসিকা উন্টাইয়া ঝাঁকা, আর এক, তাহাকে একটু অধিকমাত্রায় দীর্ঘ করিয়া ঝাঁকা । একটি অপ্রাকৃত—অপরটি প্রাকৃত বৈষম্য । নায়ু বিশেষের উত্তেজনা দ্বারা হাশ্বরসের সঞ্চার করা ও চিমটি কাটিয়া করুণরসের উদ্দীপন করা

একই শ্রেণীর ! হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া বা মুখভঙ্গী করিয়া হাসানর নাম
 ভাঁড়ামি, এবং ওগো মাগো করিয়া ভূমিতে লুপ্তিত হইয়া কারুণ্যের উদ্বেক
 করার নাম ভ্রাকামি । তাই বলিয়া ব্রহ্মসমাজই ভাঁড়ামি বা করুণ
 গান মাত্রই ভ্রাকামি নহে ! স্থানবিশেষে উভয়েই উচ্চ স্কুমার কলার
 বিভিন্ন অঙ্গমাত্র । আমার এই গ্রন্থে উদ্দেশ্য—অন্নায়ত্তনের মধ্যে বিরহের
 প্রাকৃত হাস্তকর অংশটুকু দেখানো ! তাহাতে আপনার ও আপনার স্তার
 সঙ্গীয় ব্যক্তির চক্ষে যৎসামান্য পরিমাণেও কৃতকার্য হইলে আমি শ্রম
 সফল বিবেচনা করিব । অলমতি বিস্তরেন ।

শ্রীবিজেশ্বরলাল রায় ।



বিরহ

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—গোবিন্দের বহির্বাটী। কাল—দেড়প্রহর দিবা। ফরাসে বসিয়া গোবিন্দ ও তাঁহার বন্ধুত্রয়—বংশী, গদাধর ও পীতাম্বর আসীন। গোবিন্দের কোলে বাঁয়া, পার্শ্বে ডাহিনে, পীতাম্বরের হস্তে বঙ্গবাসী, গদাধরের হস্তে হুঁকা ও বংশীর মুখে চুরোট।]

গদাধর। তুমি কিন্তু বেশ গোবিন্দ বাবু! তোমার একবারে দেখাই পাবার যো নেই।

বংশী। আমাদেরও ঘরে স্ত্রী আছে। আমরাও একদিন নতুন বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু গোবিন্দ বাবু! তুমি যে রকম বিয়ে করে' ঢলালে, এ রকম চলানটা কখন চলাই নি। [পীতাম্বরের দিকে চাহিয়া] কি বল ভায়া?

গোবিন্দ। [সম্মিত মুখে, তবলায় চাটি দিতে দিতে] কি রকম?

গদাধর। কি রকম আর! যেমন দেখছি। প্রথমতঃ বিয়ে কলে তা আমাদের একবার বলে না! আমরা কি তোমার স্ত্রীটিকে কেড়ে নিতাম?

বংশী। না, রসগোল্লার মত টপ্ করে' গালে পুরে দিতাম ?
[পীতাম্বরকে] কি বল ?

গদাধর। তার পর, না হয় না বলে' করে বিয়েই কল্লে, কিন্তু দার-পরিগ্রহ করে' যে বন্ধুবর্জন কর্তে হবে, এমন কোন কথা আছে কি ? সন্ধ্যার পর, ও দেখা পাবার ঘো নেই, কিন্তু সকালেও কি বেরোতে নেই ?

বংশী। না কেউ ছোট একটা মাথার দিবি দিয়ে বলেছে, বেরিও না ? কি বল পিতৃ ? তুমি যে কথাই কও না হে ?

পীতাম্বর। তৃতীয় পক্ষ বে। সেটা যে তোমরা ভুলে যাচ্ছ।
[এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে বঙ্গবাসী পড়িতেছিলেন। কাগজ রাখিয়া]
তার ওপরে আবার শুনেছি, গোবিন্দের তৃতীয় পক্ষটা ভারি সুন্দরী।

গোবিন্দ। [তবলাতে টাটি দিতে দিতে] সেটা ঠিক শুনেছ,

যেন চিত্রে নিবেশ্ত পরিকল্পিতমণ্ডযোগা

রূপোচ্চরেন মনসা বিধিনা কৃত্য হু।

জীরুল্লহুটিপরা প্রতিভাতি সা মে

ধাতুর্বিভূষমল্লেখ্য বপুশ্চ তস্তাঃ।

গদাধর। কি রকম !

গোবিন্দ। [তবলা রাখিয়া] এই তোমরা কেউ অঙ্গরা দেখেছ ? নিশ্চয়ই দেখনি। সংস্কৃত বোঝ না।—[চিস্তিত ভাবে] তবে কি রকম করে' আমার নবোড়ার রূপ বর্ণনা করি ? [সহসা] সরভাজা খেয়েছ অবিশি ?

সকলে। হাঁ হাঁ।

গোবিন্দ। আমার জ্বাটীও ঠিক তাই! [আবার নিশ্চিন্ত ভাবে তবলা নিলেন]

পীতাম্বর। বাঃ! সব জলের মত সাফ হয়ে গেল! [বংশী ও গদাধরকে] এখন ওঠ। সরভাজার সঙ্গে রমণীর রূপের তুলনা আজ পর্য্যন্ত কোন কবি কবেন নি।

গোবিন্দ বুঝলে না? সরভাজা যেমন খেতে, আমার জ্বাটী সেই রকম দেখতে।

গদাধর। তা হোক, আমরা তা'তে লোভ কচ্চিনে। এখন আজ রাতে কি তোমার দশন পাওয়া যাবে?

বংশী। না রূপসী, বিহ্বলী, বোড়গীর অভ্রমতি চাই। বল না হয় তোমার হয়ে বাড়ীর ভেতর গিয়ে আমরাই সেটা নিয়ে আসি। [সম্মিত মুখে পীতাম্বরের প্রতি চাহিলেন]

পীতাম্বর। তুমি যাবে কি যাবে না? একটা ঠিক করে' বলো।

গোবিন্দ। আমার পৃষ্ঠচর্শ্বের প্রতি কিছু মায়া রাখি। যদি আজ বাতে বাই, ত কাল পীঠের চামড়াখানা মেরামত করবার জন্য একটা জুতো-সেলাইওয়ালা ডাকতে হবে।

পীতাম্বর। তবে যাবে না?

গোবিন্দ। [তবলাতে টাটি দিতে দিতে মাথা নাড়িয়া] উহঃ, হকুম নেই, হকুম পাই ত বাব। আর তোমরা কেন দেবী কর? মানাদি কর গে যাও। আর সন্ধ্যাকালে যেখানে যেতে চাও যেও, যা খুসী কোরো। আমাকে এখন অন্ততঃ দিন কতকের জন্তে

তোমাদের দল থেকে বাদ দাও। তৃতীয় পক্ষ ত কেউ কর নি,—জানবে কেমন করে' তার মজাটা ?

পীতাম্বর। তা এতক্ষণ বলেই হ'ত। আমি গদ্যকে বলেছিলাম যে তুমি আসতে পারবে না, উচ্ছন্ন গিয়েছে ; তা এরা তবু ধরে' বেধে নিয়ে এলো !' চল !

[তিন জনের প্রস্থান ।

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ এরা সব কোথেকে শুন্লে যে আমাব জ্বীটা পরমা স্তন্দরী ? ভাস্‌গিস কেউ দেখেনি। আমার জ্বীটাকেও এসে পর্য্যন্ত কারো বাড়ী পাঠাইনি সেই ভয়ে। গুহর ভান্সা হবে না। জ্বীটাকে বিয়ের আগে পাউডার ফাউডার মাথিয়ে, গহনা ফহনা পরিয়ে, জাঁকালো বোতাই শাড়ি ফাড়ি জড়িয়ে, একরকম যা হোক দেখিয়েছিল। তার পর দেখি, ওমা ! -যাক্, গতানুশোচনায় ফল নেই। এ বুদ্ধ বয়সে এক রকম হলেই হ'ল। কেবল ভাবি, পৃথিবীতে বিয়েতে পর্য্যন্তও কি ফাঁকি চলে ! বাপ্ ! এমন অন্ধকারের মত রংকেও ঘসে' মেজে আলতা দিয়ে পাউডার মাথিয়ে এক রকম চলনসই করে' তুলেছিল ! বাবা ! কালো বলে কালো ! যা হোক্, আমাব কার্লোই ভালো !

[তবলা বাঁয়ার বাতাসহকারে গুন গুন স্বরে]

কালোরূপে মজেছে এ মন ।

ওগো সে যে মিশমিশে কালো,

সে যে ঘোরতর কালো অতি নিরুপম ।

কাক কালো জোষরা কালো, আমরা কালো তোমরা কালো,

মুচি মিলি ডোষরা কালো ;

কিস্ত জানো না কি কালো সেই কালো রঙ । ওগো সেই কালো রঙ ।

অমাবস্তার নিশি কালো, কালী কালো, মিশি কালো ;

গদাধরের পিসী কালো ;

কিস্ত তার চেয়েও কালো এ কালো বরণ । ওগো—

[নিশ্চলার প্রবেশ]

গোবিন্দ । [তাঁহাকে দেখিয়া, সভয়ে পূর্ববৎ সুর সংযোগে]

ওগো সে স্ত্রীমবরণ ।

নিশ্চলা । বেশ ! বেশ ! একক্ষণ এয়ারদের সঙ্গে বসে' বসে' নাথামুও ছাইভস্ম বকে' এখন তাকিয়া ঠেঁশ দিয়ে উঁচু দিকে মুখ করে' হাঁড়ের মত চোঁচান হচ্ছে !

গোবিন্দ । [সকাতরে] গান গাচ্ছি—

নিশ্চলা । ও ! তা বলতে হয় ! তা বেশ ! বসে' বসে' সমস্ত দিনটা গান গাও না । আর এ দিকে আমি সারাটা দিন থেটে থেটে—

গোবিন্দ । কাটিটা !—একেবারে জ্যোৎস্নাময়ীর মৃদুমুগ্ধমৃণালকল্পা ! তবে ও অঙ্গলতিকা 'ত্রব্যস্তির্বিলুপ্তা' হ'লে, পৃথিবীর বড় ক্ষতি ছিল না ।

নিশ্চলা । তা তুমিই কেবল দেখ মোটা ! সে দিন হরের মা বলে' গেল 'ওমা এমন কাহিলও হয়েছ মা ।'

গোবিন্দ । আর বলে' বোধ হয়, মণথানেক চাউলও আদান

ক'রে নিয়ে গেল।—তা' হবে, কি রকম করে' বুঝ্ বল ? তোমার মোটা কি কাহিল হওয়া সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা। ও শরীরে সের দশেক মাংস হলেই বা কি, আর গেলেই বা কি।

নির্মলা। বটে! তা তুমি ত আমায় মোটা দেখবেই। আমি কুৎসিত, আমি মোটা, আমি কালো, তা ত দেখবেই-দেখবেই!

গোবিন্দ। না না, রাম! তাও কি হয়? এরূপ অশাস্ত্রীয় রকম আমি তোমায় দেখতে যাব কেন? তুমি হলে আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—বিশেষতঃ আমার এই বৃদ্ধ [জীব কাটিয়া] প্রোঢ় অবস্থায়। পথের মাঝখানে ঝড়-ঝাপটায় গোয়ালঘর ও প্রাসাদ। এস প্রিয়ে! তুমি একবার আমার বামপার্শ্বে বস। আমি একবার তোমার ঐ চন্দ্ররূপ যে বদন, তাকে না নিরীক্ষণ করে' আমার চিত্তরূপ যে চকোব তাকে চরিতার্থ করি।

[গীত]

[কীর্তন—“এস এস বঁধু এস” সুর।]

এস এস বঁধু এস, আধ ফরাসে বোস,

কিনিয়া রেখেছি কলসী দড়ি [তোমার জন্তে হে]

তুমি হাতি নও ঘোড়া নও

যে সোম্বার হইয়ে পিঠে চড়ি ।

তুমি চিড়ে নও বঁধু তুমি চিড়ে নও

যে খাই দধি গুড় মেখে [বঁধুহে ।]

যদি তোমায় নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি

চিড়িয়া-খানায় দিতাম রেখে ।

নির্মলা। [সরোষে] দেখ, হ'তে পারে যে আমি মুকুখু মুকুখু
মাহুষ। কিন্তু যেমন কোরেই বল, আর সুরেই বল বা বেহুসেই বল,
গা'ল দিলে সেটা বুঝতে পারি। আর তোমার বোধ হয় জানা আছে
যে, আমার গালগুলো খুব সংকেত না হলেও খুব লাগসই—

গোবিন্দ। তা আর ব'লে। একবারে মর্ম্মস্পর্শী! কালিদাসের
উপমা কোথায় লাগে! শ্রীহর্ষের পদলালিত্য তার কাছে লজ্জা
পায়। ভারবির রচনাও তার সঙ্গে তুলনায় অর্থহীন ঠেকে।
[সহাস্তাহনয়ে নির্মলার করধারণ করিয়া] প্রিয়ে! আমার একটা
গাল দাও না, আমি শুনে ধন্য হই! নীরবে রৈলে কেন
প্রাণেশ্বরী!

নির্মলা। অকস্মীর ঢিবি, হাবাতে, হতচ্ছাড়া মিলে!

গোবিন্দ। [চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, শ্লথ হস্তপদ সহকারে] বাঃ বাঃ
কি মধুর? কি গভীর অর্থপূর্ণ! কি প্রেমময় সম্ভাষণ? বিনিশ্চেতুঃ
শক্যে ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা! [শ্লথভাবে অবস্থিত]

নির্মলা। [তাঁহাকে ক্ষণেক দেখিয়া] সং! মুখ বন্ধ করিলেন।
নাও, এখন রঙ্গ রাখে। ও পোড়ার মুখে দুটো ভাত গুঁজতে হবে?
না, হবে না? কি কথা নেই যে? বলি ও ডেকরা অলপ্পয়ে!

গোবিন্দ। [জিহ্বা দ্বারা কণ্ঠের রসাস্বাদন করিয়া] আহা!
বৈঁচে থাক, বৈঁচে থাক! যার ঘরে একুপ স্ত্রী, তার আর কিসের
অভাব?

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তিনরনয়োঃ

কি মিঠে আওয়াজ। যেন কর্ণে শত বেণুবীণামুরঞ্জমন্দির
বাজিয়ে দিয়ে গেল গা! যার কথা এত মিঠে, সে নিজে না

জানি কি মিষ্টি! যেন সরপুরিমা! প্রিয়ে শোন—এ—একবার
আমার এ—এই কাণটা মলে দাও ত, সর্ব শরীর শীতল হোক।

[গীত]

(রামপ্রসাদী সুর।)

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিষ্টে।

তা রং হোক মিশ, মিশে বা ফিট্‌ফিটে।

মিষ্টি,—প্রিয়ার হাতের গহনাগুলি মিষ্টি চুড়ির ঝনঝনিটে ;

যদিও সে,—গহনা দিতে অনেক সময় বুঘু চরে স্বামীর ভিটে।

নির্মলা। গরনা দিয়ে ত আর রাখলে না, তাই হাতে ক'গাছি
সোণার চুড়ি বৈ আর কিছু নেই। ও পাড়ার বিধুর বোর কত
গরনা। তা তার স্বামী ভাল বাসে,' দেবে না কেন ?

গোবিন্দ।

[গীত]

প্রিয়ার—হাতের কণ্ঠা থেকে মিষ্টি আর কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে ;

আর সে করস্পর্শে অঙ্গে শেন দিয়ে যার কেউ চিনির ছিটে ;

নির্মলা। যত বুড়ো হচ্ছেন তত রঙ্গ বাড়ছে! [পৃষ্ঠে ছোট
একটি কীল প্রদান।]

গোবিন্দ।

[গীত]

আহা—প্রিয়ার হাতের কিলটিতেও মিষ্টি যেন গিটেগিটে।

নির্মলা। [গোবিন্দের পৃষ্ঠে চড়] মরণ আর কি ?

গোবিন্দ।

[গীত]

আর—প্রিয়ার হাতের চাপড়গুলি আশা যেন পুলিপিতে।

নির্মলা। বটে! তবে দেখি এইটে কি রকম। [কাহুটী প্রদান]

গোবিন্দ ।

[গীত]

আহা—খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি প্রিয়ার হস্তের কান্থটিটে

মধুর—সব চেয়ে তার সম্ভাষণী—আহা যখন পড়ে গীটে ।

নির্মলা । তবে হবে না কি একবার ? বড় পীট ঝড়ঝড় কচ্ছে ।
তবে বাড়ুনটা আস্তে হল । [প্রস্থান]

গোবিন্দ । না না, কর কি ? এ—আজ রসিকতাটা একটু
বেশী দূর গড়ায় দেখছি ।—এই যে ! সত্যি সত্যি একগাছ বাড়ুন
নিরে আসে দেখছি ।

[বাড়ুন হস্তে নির্মলার পুনঃ প্রবেশ]

গোবিন্দ । না না, তামাসা রাখো ! ছিঃ ! ওকি ! [বাড়ুন
ধরিতে উত্তত]

নির্মলা । কেন ?—“মিষ্টি সব চেয়ে তার এইটে” না ?

গোবিন্দ । কথাতে কথাতে চলছিল বেশ । কথাটা সব সময়
কাজে পরিণত করা কি ভালো ? এই ধর তুমি যখন বল,—আমি
আজ গলার দড়ি দিয়ে মরব, আমি কি অমনি ছুটে গিয়ে তোমাকে
খুব মজবুত এক গাছ দড়ি এনে দেব ?

নির্মলা । তা বলা তোমার বড় আশ্চর্য্য নয় । তোমার মনের
কথাও তাই । আমি মলেই ত তুমি বাঁচ ।

গোবিন্দ আহা ! তাও কি হয় ? প্রাণেশ্বরী তা'লে আমার
ভাত রৈঁধে দেবে কে ?

নির্মলা । বটে আমি তোমার রাঁধুনি বামনী কি না ? কাল
থেকে কোন্ শালী আর রান্নাঘরে ঢোকে—

গোবিন্দ। আহা। চট কেন? বলি, রন্ধন কার্যটা ত মন্দ নয়। দ্রোপদী যে দ্রোপদী, তিনি স্বয়ং রাঁধতেন! নল রাজা ইচ্ছে কল্লে এক জন প্রসিদ্ধ বাবুঁচি হতে পারতেন। সীতা রাঁধতে জ্ঞাতেন না, কাজেই রাম তাঁরে নিয়ে কি কর্কেন ভেবে চিন্তে না পেয়ে তাঁকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন। আমি ত মেয়েদের চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতনৈপুণ্য ইত্যাদির চেয়ে রন্ধনপটুতা ভালোবাসি। এমন রসনা-তৃপ্তিকর, উদরমিষ্টকারী, চিত্তরঞ্জক কার্য আর আছে?

নির্মলা। নাও, তোমার আর ব্যাখ্যানা শুন্তে চাইনে। কাল থেকে তুমি নিজে রঁধে খেও। “ভাত রঁধে দেবে কে!” বটে! এক নিকর্মার সেরা, কুড়ের সর্দার, ষাট বছরের বুড়ো—

গোবিন্দ। দোহাই ধর্ম! আমার বয়স এখনও ৫০ পেরোই নি।

নির্মলা। এক চুল-পাকা, গাল-তোবড়ান, কলপ-দেওয়া, পচা, আম্রসির মত চিম্‌সে, মাক্কাতার আমলের পুরোনো,—

গোবিন্দ। এত পুরোনো তবু ত হজম কর্তে পাচ্ছ না; নতুন হলে, বোধ হয় উদরাময় হতো। আর এই বুড়ো পুরোনো নইলে তোমাকেই বা আর কোন্‌ এক পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, বিয়ে কর্তে আসবে বল? ‘অমন নধর’ নিটোল, বার্ণিশ করা—

নির্মলা। ফের! তোমার কপালে আজ এটা নিতান্তই আছে দেখকি [বাড়ুন কুড়াইয়া গ্রহার] তবে এই—এই—এই—এই [পুনঃ পুনঃ গ্রহার]

গোবিন্দ। ওরে বাবারে মেরে ফেলো গো! [চিং হইয়া পড়িয়া চীৎকার।]

[গোবিন্দের ভগিনী চিন্তা ও ভৃত্য রামকান্তের প্রবেশ]

উভয়ে। কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?

গোবিন্দ। [চিন্তাকে সকাতরে] আমাকে মাচ্ছে। [উঠিয়া বসিলেন]

রাম। তাই ত, মা মাঠাকরুণ যে বাবুর পীঠে আর কিছু রাখেনি ক। মেরে পোষা উড়িয়ে দিয়েছে।

চিন্তা। হ্যাঁ লা বউ ! এই ছপূর বেলা দাদাকে মাচ্ছি কেন ?

গোবিন্দ। হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা কর ত এই অসময়ে—

নির্মলা। বেশ করেছে মেরেছি। তোমার তাতে কি ? আমার স্বামীকে আমি মেরেছি, তোমার ত স্বামী নয়।

গোবিন্দ। মা—তা বেশ করেছে, ওর স্বামীকে ও মেরেছে।

রাম। আহা পীঠের হাড়গোড় চুরনার ক'রে দিয়েছে গা !

চিন্তা। [নির্মলাকে] ছপূর বেলা শুধু শুধু মার্কি ?

গোবিন্দ। হ্যাঁ এই দ্বিপ্রহরে কোথায় নানাদি করে' একটু বিশ্রামাদি কর্ক, না—

নির্মলা। ও যদি আমার হাতে মার খেতে ভালবাসে।

গোবিন্দ। বটেই ত আমি যদি আমার স্ত্রীর হাতে মার খেতে ভালবাসি [চিন্তাকে] তোমার তাতে কি ?

রাম। আহা হা পীঠটা—[চতুর্দিক পরিভ্রমণ করিয়া পৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ]

চিন্তা। [সহাস্তে] তুমি মার খেতে ভালবাস ! তবে এখনই চোঁচাচ্ছিলে কেন ? তুমি সারাটা দিন পড়ে' পড়ে মার খাও না, আমার

কি ? এই নাও বৌ বাকারিটা নাও, খুব সাধ মিটিয়ে মারো। [একগাছ বাকারি ভূমি হইতে তুলিয়া প্রদান]

নির্মলা। আমি মার্ক না। তোমার কথায় আমার স্বামীকে আমি মার্ক না কি ?

গোবিন্দ। হ্যাঁ, তোমার কথায় মার্ক না কি ? কখন মার্ক না।

চিন্তা। এখনি যে মাচ্ছিলি ?

নির্মলা। আমার যখন খুসী হয়, তখন আমি মারি। তোমার যখন খুসী হয় তখন আমি মারিনে। ও ত তোমার স্বামী নয়, আমার স্বামী।

গোবিন্দ। হ্যাঁ ওরই ত স্বামী।

চিন্তা। [সহাস্তে] বাবা! সম্পত্তি জ্ঞানটা দেখছি খুব টন্-টনে! তোর স্বামী নিরে তোর যা খুসী কর তাই! খাও দাদা, পড়ে পড়ে সমস্ত দিনটা মার খাও!

[প্রস্থান]

রাম। বাবু! আগে ডাক্তার ডাকব না আগে পুলিশ ডাকব ?

গোবিন্দ। তোর কিছু ডাকতে হবে না, তুই যা ফাজিলের সর্দার!

[রামকান্তের প্রস্থান]

নির্মলা। [সান্ত্বনানে] স্বামী নিজের স্বামীকে মার্ক, তাও লোকে সহ্যে পারে না' চোখ টাটায়। আমারও যেমন কপাল! নিজের স্বামীকে যখন খুসী মার্তে পাব না! [ক্রন্দনোপক্রম]

গোবিন্দ। [স্বগত] এ-এ—মুদ্রিল বাথালে দেখছি। [প্রকাশ্যে] খুব মার্ক, দুশো মার্ক; সকালে একবার মার্ক, আবার বিকেলে

একবার মার্কে। আর যদি দরকার হয় ত রাতে শুতে যাবার আগে আর একবার মেয়ে। লোকের ভারি অজ্ঞার! কেঁদনা, মারো, পীঠ পেতে দিচ্ছি! কেব মারো।—ওগো! নীরব রৈলে কেন? একটা কথাই কও না। [স্তব্ধ করিয়া] প্রিয়ে চাকরীলে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং।

নির্মলা। যাও, বিরক্ত করো না। আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করব, বিষ খেয়ে মরব, গলায় দড়ি দিয়ে মরব, ছাদ থেকে পড়ে মরব।

গোবিন্দ। এমন কাজটি করো না। আমার অপরাধটা কি? উপড় হয়ে পড়ে, মার খেয়েছি; এই অপরাধ।

নির্মলা। আর টেঁচিয়ে পাড়া শুদ্ধ হাজির কল্লো।

গোবিন্দ। কেমন মজা হল!

নির্মলা। মজা ত ভারি? বাঁড়ও ত টেঁচায়। মজা হয় কোথায়?

গোবিন্দ। ওই যে পাড়ায় টেঁচায়, সেই পাড়ায়।

নির্মলা। সকলের সম্মুখে বলো “আমাকে মার্ছে।”

গোবিন্দ। তাতে তোমার গৌরব কত বাড়িয়ে দিলাম যে আমি হেন স্বামী তোমার কাছে নিরাপত্তিতে মার খাই।

নির্মলা। ঠাকুরঝি নতুন এয়েছেন। তিনিই বা কি মনে করলেন? যেন আমি এই রকম তোমাকে মেরেই থাকি।

গোবিন্দ। না, রাম! মার্কে কেন! পীঠের ধূলো ঝেড়ে দাও!

নির্মলা। আমি কালই বাপের বাড়ী চলে যাব। তোমার বোনকে নিয়ে তুমি থাক। আমার এত সহ্য হয় না। আমার হাড় জ্বালাতন পোড়াতন হয়েছে। [বসিয়া চখে কাপড় দিয়া] আমার বেঘন কপাল! নইলে এ-এত পাত্র থাকতে কি না শেষে এই ঘ-ঘরে

বিরে হয়! [ক্রন্দন]। ক-কত ভালো পাত্র মিলেছিল [ক্রন্দন] চা-চাতরার জমিদারের লোকেরা এসে বা-বাবাকে সা-সাধাসাধি। তা আ-আমার মা নাই বলে' আমার ভা-ভালোটা কেউ দেখলে না গো। [ক্রন্দন] বাবা মু-মুখ্য কুলান শুনে গ-গলে' গেলেন! এ-এক বুড়ো, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, ছুটোকে গঙ্গাবাত্রা করিয়ে এসেছে,—এমন এক কুড় সর্বনেশে বান্ধগপণ্ডিতের সঙ্গে কি না শেষে!—আবার তাকেও আমি ইচ্ছেমত মার্জে পাব না! তার উপবে তাঁর রোধ কত! 'আমি তাঁব রাধুনি বাম্‌নি, আমি মোটা হাতী, আমি বার্নিশ কবা জুতো। [ক্রন্দন] এ-এক বছর না যেতেই এই, পরে আবার কত কি এ পোড়া কপালে আছে গো। ওগো মাগো, কি হ'ল গো! প্রবল বেগে ক্রন্দন]।

গোবিন্দ। না না, ওটা—শোন—ওগো—[স্বগত] অঃ কি বলি—[বাস্তব]।

নির্ম্মলা। [সংবাদনশ্বে] আমি বাধুনি, আমি মোটা হাতী, আমি বার্নিশ কবা জুতো।

গোবিন্দ। ওটা—হেঁ হেঁ এতক্ষণ প পরিহাস করছিলাম। পরিহাস বোক না? 'আহা! নিতান্ত ছেলেমানুষ! কি, কবে' বুঝবে বল? এখনও গাল টিপলে মায়ের দুধ বেরোয়। 'আমাবই অন্তায়। এমন সরলা, বালিকার সহিত একপ রূঢ় পরিহাস করাটা ভালো হয়নি! ওগো—

নির্ম্মলা। যাও, তোমার রঙ্গ আমার ভাল লাগে না।

গোবিন্দ। [সর্বিনয়ে] 'আহা শোনই না।

নির্মলা । বাও, বিরক্ত করো না ।

গোবিন্দ । [হাতুচেষ্টাসহ] প পরিহাস বোঝ না । তুমি আমার সর্বস্ব, তোমাকে আমি রুঢ় বাক্য বলতে পারি ? ওগো—একটা কথা কও—[জাহ্নু পাতিয়া সুর সংযোগে] বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিবোরং ।

নির্মলা । বাও বলছি । ভালো লাগে না !

গোবিন্দ । [সুর সংযোগে] অমসি মন জীবনং অমসি মম ভূষণং অমসি মম ভবজলবিবহ্নং ! [কর ধারণ]

নির্মলা । বাও । [গোবিন্দের হাত দুবে নিষ্ক্ষেপ]

গোবিন্দ । [সুর করিয়া] স্বরগরলং গুণং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্ [চরণ ধারণ]

নির্মলা । স্ত্রী নিজের স্বামীকে নার্ভে পাবে না—এমন কপাল করেও এসেছিলাম !

গোবিন্দ । খুব নার্ভে । এই নাও মারো [বাড়ুন প্রদান] পাঁঠ পেতে দিচ্ছি । 'আব দুই এক ঘা দাও, আমি তা খেয়ে মানব জন্ম সফল কবে' নিই ।

নির্মলা । যাও তোমাব সব সময়ে তামাসা ভালো লাগে না !

গোবিন্দ । সত্যি বলছি প্রিয়ে, তোমাব হস্তেব সম্মার্জ্জনী-সংবর্ষণে যেকপ ঈশ্র আমার পৃষ্ঠদেশ ও মেধা পরিষ্কার হয়, গত দুই পক্ষেব কারো হাতের সম্মার্জ্জনীতে সেরূপটি হয় নি । না, আমি পরিহাস কচ্চিনে । তোমার হাতের কি একটা গুঁড় গুণ আছে ।

নির্মলা। যাও, তোমার আর রক্ত কঠে হবে না। কালই আমি বাপের বাড়ী চলে' যাব।

[অস্ত্রিমানে প্রস্থান

গোবিন্দ। এত ভারি বিপদ! আমি বতই নিশ্চয় হই, প্রিয়া আমার ততই উষ্ণ হন। আমি যদি গরম হই, তা'তে বোধ হয় উনি বোমার মত ফেটে চৌচির হয়ে যান! এই চিন্তা আসা থেকে যেন ঠুর মেজাজটা আরও কক্ষ হয়েছে! এমন আশ্বদারও দেখিনি। মার্কে আমি তাতে কঁাদতেও পাব না

[চিন্তা ও রামকান্তের পুনঃ প্রবেশ]

চিন্তা। বসে' বসে' কি ভাবছ দাদা? খাওয়া দাওয়া কঠে হবে না? বৌ ত ঘরে গিয়ে ছুয়োব দিলে।

রাম। মুই কবিবাজের কাছে বাইয়ে গল্পমাদন তাল নিয়ে আট'ছি পীঠে মাখিয়ে পীটটা ডলে' দেব?

গোবিন্দ। তুই এখন যা! দেখ দেখি চিন্তা, আমি যে কি কর্ক, ভেবে উঠতে পাচ্ছিনে। দেখলি ত!

চিন্তা। তুমি দাদা কখনও স্ত্রী বশ কঠে পার্কে না। অত ভালো মাতৃষটি হলে কি হয়?

গোবিন্দ। কি কর্ক? তাকে ঠেঙাব?

চিন্তা। ঠেঙাতে হবে কেন? একটু কড়া হও দেখি। মেয়েমানুষের জাত একটু রাশ আ'গা দিয়েছ কি অমনি পেয়ে বসেছে। একটু রাশ কড়া করে ধর, অমনি মাটির মাতৃষটি। আমি নিজে মেয়েমানুষ, জানি ত সব।

গোবিন্দ। আচ্ছা, এবার তোর বুদ্ধিতেই চলে' দেখি। কি কর্কর বল দেখি? ও ত বাপের বাড়ী চলে' যাবে বলে' ভয় দেখিয়ে গেল।

চিন্তা। তুমি চুপ করে' বসে' থাক। যাক না দেখি একবার!

গোবিন্দ। যদি সত্যি সত্যিই যায়?

চিন্তা। যায় যদি, তিন মাসের মধ্যেই আপনিই ফিরে আসবে। আর একেবারে শুধরে যাবে। আন যেতেই কি পার্কে! এখন নাও খাও দেখি।—ওঠ! [প্রস্থান]

রান। মই গন্ধমাদন তাল আনিছি—

গোবিন্দ। যা বেটা কাজিল, যগোমার্ক পাজি!

[রামকান্তের প্রস্থান]

গোবিন্দ। যাকই না দিন কতক। মন্দই কি! বন্ধুদের সঙ্গে আবার দুদিন বেড়িয়ে চেড়িয়ে বেড়াই। তার পর ফিরে আসবে খনি। দশ মেগাফটা নরম হওয়া অন্ততঃ আমার স্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য দরকার করে দাঁড়িয়েছে। এই যে আবার আসছেন—

[নিম্মলার প্রবেশ]

নিম্মলা। বোনের সঙ্গে যুক্তি করা হচ্ছিল।

গোবিন্দ। [স্বগত] এবার কড়া হতে' হবে। নরম হওয়া হবে না। দেখি তাতেই কি হয়। [প্রকাশে] আড়াল থেকে শুনেছ বুঝি? শুনলান, তুমি গিয়ে ঘরে দুয়ের দিলে, যেন আমি তোমার পিছু পিছু তোমাকে ধরে গিইছি। তা যাও না তুমি বাপের বাড়ী একবার দেখি [স্বগত] এবার খুব কড়া হইছি।

নিম্মলা। যাব না ত কি! তোমার বোন বুঝি বুঝিয়েছে যে,

আমি যেতে পার্ব না। আর গেলেও ফিরে আসব? তা এই দেখ যাই কিনা। আমার সঙ্গে রামাকে দাও, আমি কালই চলে' যাব। তুমি আনতে লোক পাঠিও না বলছি। আর নিজে যদি ফিরে আসি ত আমি নীলরতন চাটুখ্যের মেয়েই নই। [পশ্চাৎ ফিরিলেন।]

গোবিন্দ। আর আমি যদি আস্তে লোক পাঠাই ত আমি রামকমল মুখুখ্যের নাতিই নই। [পশ্চাৎ ফিরিলেন।]

নির্মলা। আঃ! দিন কতক হাড় জুড়ায়—

গোবিন্দ। আঃ! দিন কতক হাঁফ ছেড়ে বাঁচি—

নির্মলা। বেশ।

গোবিন্দ। উত্তম! নির্মলার প্রশ্ন।] যাক্—এবার খুব দাশ কড়া টেনেছি, তবে ছিঁড়ে না যায়। দেখা যাক্, কি গড়ায়। যাই, জানাদি করিগে; কিন্তু কাজটা ভাল হলো না বোধ হচ্ছে। মোট এক বছর বিয়ে—যা হোক্, একবার 'বজ্রাদপি কঠোর' হ'তে হচ্ছে। তার পর না হয় আবার 'মৃদুনি কুসুমাদপি' হওয়া যাবে।

[নিষ্কান্ত।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—হাঁসখালিতে চূর্ণানদীর একটা নিভৃত ঘাট। কাল—প্রত্যুষ ;
হাঁসখালির রূপসীবৃন্দ ঘাটে সমবেত—কেহ জলে, কেহ স্থলে। তাঁহাদের
দ্বারও বিশেষ পরিচয়-প্রদান অনাবশ্যক।]

জুঁই। সে ভাই তোদের মিছে কথা।

মল্লিকা। সত্যি, ভাই, মাথার দিব্যি !

চাঁপা। তা হবে না কেন ? আজকালকার মেয়েদের ত
দশাই ওই।

চামেলি। তা সে বেশ করেছে। ওর সোয়ামী ফেরার ! ওকি
বইসে' বইসে' বিচিলি কাটবে নাকি ? এই আটটি বছর সে
পোড়াবনুখোর দেপা নেই। ও হ'ল যোল বছরের সোমন্ত মেয়ে,
ওরই বা দোষ দেই কেমন করে' বল্। [বেলাকে] হ্যাঁ ভাই !
তুই বলনা।

বেলা। [বিজ্ঞভাবে] তা ভাই, তাই, বলে' ও রকম পাড়া শুদ্ধ
লোকের সঙ্গে এ কীর্তি করে' বেড়ানটা মোদের কাছে ভালো ঠেকে না।
গেরোস্থ ঘরের ত মেয়ে !

চাঁপা। ঢের ঢের দেখলাম এই বয়েসে। কিন্তু এমন বেহায়া মেয়ে
নাচুষ ত্রিজগতে কোথাও দেখলাম না। ওর বাপ ত ওকে তাড়িয়ে
দিয়েছে। তা এখানে এসেও কি—সেই কাও !

জুঁই। হ্যাঁ ভাই ! ওর বাপ ওরে বাড়ী থেকে তাড়ালে কেন ?

চাঁপা। সে এক কেলেঙ্কারি!—ওর বাপ দেখলে যে ওকে বাড়ী রাখলে কি আর জাত থাকে? তাই ওকে তার বড়ী মামীর বাড়ী রেখে দিয়েছে—

বেলা। মামীই কি স্বীকার হয়! তবে গোলাপীর বাপ বড় মানুষ, তাকে টাকা দিয়ে স্বীকার করায়।

মল্লিকা। সেই অবধি মেয়েটা কেমন বিগড়ে গিয়েছে।

বেলা। তা হবে নাই বা কেন? মেয়ে মানুষ ত পাহাড়ের ওপরের ভেঁটা। রইল ত রইল। কিন্তু যদি একবার গড়ালো ত একবারে নীচে পর্যন্ত না গড়িয়ে আব খামে না।

[নেপথ্যে গান]

চামেলি। ঐ যে গোলাপী আসছে। আবার গান হচ্ছে।

চাঁপা। ঈঃ আসছে দেখ না! মবণ আর কি! যমেও নেয় না।

জুঁই। তোরা যা বলিস্ ভাই কিন্তু একবার দেখ দিখি, রূপে একবারে দশ দিক আলো কবে' আসছে। মুখখানি যেন গোলাপ ফুল।

মল্লিকা। ও গোলাপের মত জ্বাখতি বলে' ওব বাপ নাম রেখেছিল গোলাপী।

চামেলি। গোলাপী ঠিক আমার নাকটা পেয়েছে। ওব না আমার কি রকম মাসী হয় কি না।

চাঁপা। যখন এখানেে এইছিল, তখন আমার সঙ্গে খুব ভাব ছিল। আমরা এক সঙ্গে নইলে বেড়াইতাম না। আমরা যখন পথ দিয়ে যেতাম, লোককে বলত বেন দুইটা পরী [মল্লিকাকে] ময়—হাস্ছিচ্ছি যে—

[গাইতে গাইতে গোলাপীর প্রবেশ]

(ভৈরোঁ—রূপক)

ঐ অগ্নয়ে উজ্জ্বলি' মধুর সন্তানি' যমুনায় বাঁশী বাজে ;
 ঐ কানন উছলি' রাধে রাধে, বলি'—যায় চলি বন মাঝে ।
 পড়ে ঘুমাইয়ে ঐ তারাকুল সই, অধরে মিলায় হাসি ;
 ঐ যমুনায় এসে নায় এলোকেশে নিহতে জ্যোৎস্নারাশি ।
 ঐ নিশি পড়ে চলে যমুনায় কলে, উছলে যমুনা-বারি ;
 সখি দ্বরা করে' আয় যাই যমুনায় হেরিতে মুরলীধারী !
 ঐ সমীরণ ধীরে উঠিল জাগি রে, জাগিল পূরবে জাতি ;
 ঐ কুঞ্জে গীত উঠে কুঞ্জে ফুল ফুটে—সখিরে পোহাল রাত্রি ।

গোলাপী । কি ! ফুলের কুঁড়ি সব । ঘাটে বে বাগান বসিইছি
 লা । কিলো চাপা, মুখখান ভার করে' রইছি' কেন ?

চাপা । নে তোর আর রঙ্গ কর্তে হবে না ।

গোলাপী । কেন কি হয়েছে ? এ বয়সে রঙ্গ কর্ক না ত কি তোর
 মত যৌবন পেরিয়ে গেলে রঙ্গ কর্ক না কি ? [পাঠক বুঝিয়াছেন বোধ
 হয় যে, চাপা গোলাপীর উপর কেন এত অসন্তুষ্ট ।]

চাপা । মরণ আর কি ।

গোলাপী । সে মত এক দিন সকলের আছেই । আরো তার
 জন্মেইত আজ যত পারো হেসে নেও । ঐ কি বলিছিল—

(গীত)

(মিশ্র ত্রি'খিট—আড়ধেমটা)

হেসে নেও—এ ছুদিন বৈ ত নয় ;

কার কি জানি কখন সঙ্কো হয় ।

ফোটে ফুল, গন্ধ ছোটে তায়,
 তুলে নেও—এখনই সে খরে' যাবে হায় ;
 গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায়,
 —এলে মলয় পবন ক'দিন রয় ।
 আসে যায়, আসে ফের জোরার,
 যৌবন আসে যায় সে কিস্তি ফেরে নাক আর ;
 পিয়ে নেও বত মধু তায় ।
 —আহা যৌবন বড় মধুময় ।
 আছে ত জীবন-ভরা দুখ ;
 আসে তায় প্রেমের স্বপন—তু দণ্ডেই স্থখ ;
 হারানো না হেলায় সেটুক—
 —শাল বাস ভুলে ভাবনা ভয় ।

মল্লিকা। হাঁলা গোলাপী! তোর এথেনে রক্ত কণ্ঠি আসা
 না জল নিতি আসা? তোর যে বেলা আর হয় না। নাইবি? না,
 গান গেয়ে নেচে কুঁদে চলে' যাবি?

চাঁপা। ও কি রূপের গরবে কিছু দেখতে পাচ্ছে?

গোলাপী। বিধাতা রূপ ত আব সকলকে দেন না। যা'কে
 দিয়েছেন, সে একটু গরব করবে বৈ কি।

বেলা। রূপ ত পিরদীপের আলো, নিজে পোড়ে, দশ জনকে
 পোড়ায়। আবার তেল ফুরোলে কি বাতাস এলেই দপ্ করে নিভে যায়।

গোলাপী। চাঁপার একটা স্মরণে আছে—নিভ্বার ভয় নেই।

চাঁপা। [বিরক্তিসহকারে] মোর নাওয়া হয়েছে—মুই উষ্ণ।

চামেলি। র'স না, এক সাথেই উঠছি। হ্যাঁ লা গোলাপী! তোর
 সোনারদীর খবর টবর কিছু পেলি?

চাঁপা। হ্যাঁ তার আবার খবর! সে পোড়ারমুখো নিঃশ্বাস
মরেছে।

গোলাপী। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তা'লে আমি
একটা বিয়ে করি।

মল্লিকা। সে সাধ আবার কবে থেকে হ'ল ?

গোলাপী। হবে না কেন? তোরা সব কুলে কুলে ছাপিয়ে
উঠিছিস্, আর আমি এই ভরা ভর্তি ভান্ডার মাসে শুকিয়ে থাকব না কি ?
আমার সাধ যায় না ?

মল্লিকা। মোদের চেয়ে তোর ছুঁটা কিসের ? মোরা সব নদীর
মত এক এক খালের মধ্যেই চলিছি, আর তই বিষ্টির জলের মত
সবজায়গাই সমান ছড়িয়ে পড়িছিস্। অমনন্দটা কি ?

গোলাপী। মন্দ কি কিছু? তবে কি না নদী থেকে উঠে
মধ্যে মধ্যে ছাপিয়ে পড়া—আরও ভাল না? দশ জনের দশটা
কথা শুন্তে হয় না। বিপদে আপদে একটা সোয়ামী আছে,
ভয় নেই।

বেলা। গোলাপীর সঙ্গে কথায় কাঁক পারবার যো নেই।

গোলাপী। আর সত্যি ভাই, আমার একটা লোকের কাণ ধরে'
খাটাতে বড় সাধ যায়। তা'লে তোরা একবার দেখতিস যে সে কি
রকম দিন রাত আমার পায়ের তলায় পড়ে' থাকত !

মল্লিকা। একটা সোয়ামী ছিল, তা'কেই ধরে রাখতি পারি বড় !
আবার তোর পায়ের তলায় পড়ে' থাকবে !

গোলাপী। তখন আমার বয়স কি? আট নয় বছর বৈত
নয়। তখন আমার হাসিতে কি মুক্তো গড়াত ? না' লাখি মানে

অশোক ফুল ফুটত ? সে এখন একবার আসুক না, দেখি সেই কত বড় আর আমিই কত বড় !

চাঁপা। তোরা ত ভাই উঠ্বিনে। মুই উঠি। বেলা হ'ল।

অন্ত রূপসীরা। চল্ ভাই মোরাও যাই [সকলের উত্থান।]

গোলাপী। যা' না। আমি কি বসে' থাকতে বল্ছি ? আমি এখন আধ ঘণ্টা ধরে, দাঁতে মিশি দেব। তার পর আধ ঘণ্টা ধরে' সাবান মাখব। আমার ত বাড়ীতে জুজুর ভয় নেই।

চাঁপা। মুখে আগুন ! এমন হতছেড়ীকেও ওর মানী ঘবে রেখেছে গা।

[গোলাপী ভিন্ন সকলেব প্রস্থান।]

গোলাপী। আহা ! কি হাওয়াটাই বছে ! পোড়ারমুখীরা আমার ত দিন রাতই গা'ল পাড়ছে। অথচ বে আমার এ হেন যৌবন আর রূপ বুধাই যাচ্ছে, তা ত ওরা চোখে দেখে না। কেবল দিন রাত আমার দুর্নাম রটাচ্ছে। কেন ? না, আমি একটু হাসি বেশী।—তা হাসিটা আমার স্বভাব। আর সেটা ত মন্দ কাজ নয় ! আর গান গাই—গাইতে জানি, তাই গাই। তার বাড়া, আর ত কিছু করিন। তা যদি দেখ্তিস, না হয় বলতিস্। তোদের মধ্যে যে কেউ কেউ স্বামী থাকতেই—না, সে সব বলে, আর কাজ কি ? তবে আমার সঙ্গে তোর লাগিস্ কেন পোড়ারমুখীরা ? আমি কি তোদের কারো নামে কিছু রটাতে গিইছি, না, কারু পাকা ধানে মৈ দিইছি ? যাক, সে সব ভেবে কি হবে ? এখন ওঠা যাক। ঐ কে আবার এদিকে আস্ছে দেখ্ছি। উঃ ! আমার পানে তাকাচ্ছে দেখ, যেন পেলেই একগই টপ্ করে'

গালে পুরে ফেলে। আঃ কি হাওয়াটাই আজ বছে। সাথে বলে
বসন্তকাল ঋতুরাজ ! [গাইতে গাইতে প্রস্থান।]

[কালাংড়া—খেমটা]

বনে বনে কুহুম ফোটে ওঠে যখন মলয় বায় :
পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমর ছোটে, কুঞ্জ কুঞ্জ কোকিল গায় ;
হাতে লয়ে ফুলধনু, ফুলধনু হেসে চায়,
বকুল ফুলের মালা গলে, পদ্মফুলের নুপুর পায়,—
বলে আজি আমি রাজা পথ চেড়ে দাও আজ আমার,
না মানিলে ফুলশরে জুদে বিধে চলে যায় ।

[রানকাস্তের প্রবেশ]

রাম। গিইছিলান মুই মা ঠাকরুণকে রাখতি'। কিরে আস্তি'
পথে কি রতনই দেখলানরে। ঢের ঢের মেয়ে মানুষ আখিছি কিন্তু এ
একেবারে মেয়ে মানুষের ট্যাক। এর সাথ মোর যদি বিয়ে হত ত মুই
এর একবারে গোলাম হ'য়ে থাকতাম্। মেয়েটা গেল কোথা? সাঁ করে'
তাকিয়ে সাঁ করে', চলে' গেল। আর কি গানই গাইলে গা? যেন
কুইনিনে অর ছাড়লো! মেয়েটার গৌজ নিতি হ'ছে।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান—গোবিন্দের বহির্কোণ। কাল—প্রভাত।

গোবিন্দ এক কোণে ছাঁকা বাম হস্তে ধরিয়া

দক্ষিণহস্তস্থ কলিকায় ফুঁ দিতেছিলেন।

চিন্তা দণ্ডায়মান।]

চিন্তা। দিন কতক চোক নাক কাণ বুজ থাক না! দেখো, দু-মাসের মধ্যেই সে ফিরে আসবে।

গোবিন্দ। যখন তোর বুদ্ধিতে স্রুণু করেছি, তখন তোর বুদ্ধিতেই চলে' দেখি।

চিন্তা। একটা কথা—কোন রকমে—আকার ইঙ্গিতেও তা'কে জাস্তে দিও না যে, তুমি তাঁর বিহনে মনকষ্টে আছ। বরং তাকে দেখাতে হবে—যে তুমি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছ। নেও, এখন খেতে এস। কত বেলা হল।

গোবিন্দ। যাচ্ছিগুনি, তুই বাড়ীর ভিতর যা এখন [চিন্তার প্রস্থান]
যাচ্ছি ত দিন রাতই। বোন নইলে কেউ খাওয়াতে জানে না। দিন রাত ঘি, আর দুধ; তাই শরীরটিও দিন দিন গোলাকৃতি হচ্ছে।—এ আবার আসে কে? [ইন্দুভ্রমণের প্রবেশ]—এ যে ইন্দু যে! বলি কোথেকে? সব ভালো ত? আমার সম্বন্ধী—অর্থাৎ ভগিনীপতি বিধুর শরীর ভালো? তার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি। তোমার সঙ্গেও—হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো কথা—তোমার সঙ্গে যে আমার ডবল সম্বন্ধ হয়েছে হে। ওদিকে তুমি আমার ভগিনীপতির ভাই, আবার

এ দিকে তুমি আমার শালী চপলাকে বিয়ে করেছ। এঃ! তোমাকে যে আমার মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে হ'চ্ছে হে—এস এস— [বাস্ততাব]।

ইন্দু। এই আমি স্বশ্রুতালয় অভিমুখে বাচ্ছিলাম। ভাবলাম, পথে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে' যাই।

গোবিন্দ। বেশ! বেশ! ভালোই কবেছ। বোস বোস, তামাক।— হ্যা! তামাক খাওনা? বল কি?

ইন্দু। আপনার বাড়ীর সব মঙ্গল? [উপবেশন]

গোবিন্দ। হ্যা মঙ্গল। আমাব গৃহিণী এখন তাঁর বাপের বাড়ীতে, তা জানো বোধ হয়?

ইন্দু। কেন হঠাৎ বাপের বাড়ীতে?

গোবিন্দ। [স্বগত] কি বলি? [প্রকাশ্যে] কেন মেয়েকে কি তাব বাপের বাড়ীতে যেতে নেই? আব সত্যি কথাটা কি জানো,— বোলো না যেন তা'কে গিয়ে,—বৈঁচেছি দিন কতক! স্ত্রীদের মধ্যে মধ্যে তাদের বাপের বাড়ীতে না পাঠালে পেরে ওঠা যায় না। রাম যে সীতাকে কেন বনবাস দিয়েছিলেন, তা আমি এখন কতক বুঝতে পাচ্ছি।

ইন্দু। তবে আপনি তৃতীয়বার দারপবিগ্রহ কল্লেন কেন?

গোবিন্দ। [কলিকাতে সজোরে ফুঁ দিতে দিতে] কুগ্রহ!— এই রামা!—গ্রহেতে পড়ে' কত লোকে কত বকম করে' উচ্ছন্ন যায়, আমি বিয়ে করে' উচ্ছন্ন গিইছি। কোথেকে বার বছরের বোলে এক মহিবমর্দিনী ষোড়শী নিয়ে এসাম! আবও আগে দুবার বিয়ে করিছি—কিন্তু এমন জ্বরদন্ত গুরুমশায় স্ত্রী আর পূর্বে কখন

দেখি নি!—কথা গুলো যেন তা'কে বোলো না।—বাবা! কি সংঘম আর কি শিকার মাঝখানেই পড়িছিলাম! সকল রকম সংশয়, আর সকল রকম সংস্কৃতি জীবন থেকে জমা খরচ কাটতে হইছিল।

ইন্দু। কেন?

গোবিন্দ। নইলে কেঁদে কেটে কুরক্ষেত্র। আরে! নবোঢ়া ষোড়শীর অশ্রুবিন্দু মোচন করবার জন্য কোন্ রসিক যুবা পুরুষ—এঁ্যা—তা সে যুবাই হোক আর প্রৌঢ়ই হোক—শুধু রসিকতার খাতিরে তার ডান হাত খান কেটে ফেলতে না পারে? কিন্তু সহিসুতার যে একটা সীমা আছে, তা আমি এত দিন কোন নবোঢ়াকে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম কর্তে দেখিনি। [ধূমপান।]

ইন্দু। সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে মতে আমার বেশ মেলে।

গোবিন্দ। তাও ত বটে! তুমিও নতুন বিয়ে করেছ কি না। কেমন ঠিক না? হাঃ হাঃ হাঃ!—হ্যাঁ তোমার স্ত্রী চপলাকে আমি কখন যে দেখিছি, তা মনে হয় না।

ইন্দু। [স্বগত] ছোটটিকে দেখলে কি বড়টিকে বিয়ে কর্তেন? [প্রকাশে] হ্যাঁ, সে এত দিন কলকাতায় ইস্কুলে পড়ত কি না।

গোবিন্দ। তাও বটে। পাশ টাশও করেছে শুনিছি।

ইন্দু। হ্যাঁ গতবার ফাৰ্ণ' আর্টস্ পাশ করেছে! তা তাঁর আর কিছু শেখা হোক না হোক, জ্যেষ্ঠামিটা বিলক্ষণ শিখেছেন।

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ!—পাশ-করা মেয়েমানুষগুলো ঐ রকমই হয়। হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর কাল চিঠি পেলাম যে, চপলা আমার একখানা “কটো” চেয়েছে! আমি এখানকার ছবিওয়ালার স্টাম্পবন্দর ভট্টাচার্যকে

ডাক্তে পাঠাইছি। তার এখনই আসবার কথা আছে।—কিছু জল-খাবার আন্তে দিতে হচ্ছে। বড় ক্ষিধে পেয়েচে। কি বেটে গজিইছি, দেখছ বোধ হয়। আমার স্ত্রী বোধ হয়, ভেবেছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে আমি একেবারে নীতকালের পদ্মার মত শুকিয়ে যাব। তা যে যাইনি, তা এ ‘ফটো’ পেলেই দেখতে পাবেন। তুমি এসবগুলো তাকে বোলো না যেন!—তুমি শীগির জানাদি কর। আমার মান হয়েছে। কাপড় দিতে হবে বটে!—এই রামা, রামা!—বেটা ঘুমিয়েছে। বেটা কেবল ঘুমোর।—তোমার এখন দুদিন যাওয়া হচ্ছে না। দিন ১০।১৫ থেকে যেতে হবে।—এই রামা! ওরে বেটা কুড়ের সর্দার হতভাগা লম্বাছাড়া শূণ্য গাধা নছার। [চক্ষু মুছিতে মুছিতে রামকান্তের প্রবেশ।]

গোবিন্দ। বেটাকে গান না দিলে উত্তর দেয় না। ঘুমোজিলি বুঝি?

রাম। এজ্ঞে।

গোবিন্দ। এজ্ঞে!—বেটাব বস্তুত জজ্ঞা কবে না?—বেটা আহাম্মক বেহায়া পাঞ্জি।

রাম। [গমনোচ্ছত।]

গোবিন্দ। বেটা বাস্ যে! যাচ্ছি কোথা?

রাম। আপনি তেতক্ষণ গান দাও, মুই আর একটু ঘুমিয়ে নেই। কা'ল বাতে ভালো ঘুম হইনি, ভারি মশা!

গোবিন্দ। বেটাব আশ্পর্ক দাও!—ঘুম হইনি! বেটা নবাব। নিশ্চয় বেটা গুলি খায়। গুলি খাস্, না?

রাম। এজ্ঞে!

গোবিন্দ। আবার বলে এজ্ঞে! বেটা যদিই বা খাস্, তা আমার সম্মুখে স্বীকার কর্তে লজ্জা করে না? সটাং বলি এজ্ঞে!

রাম। তা মুনবের সামনে কি মিথ্যে কইতি পারি?

গোবিন্দ। উঃ! বেটা ত ভারি সত্যবাদী। শোন্, একটা কাজ কর্। পার্কি?—হাই তুলছিষ্ যে!—পার্কি?

রাম। এজ্ঞে, না।

গোবিন্দ। আবার বলে 'না!' কাজ পার্কিনে ত আছিষ্ কি জ্ঞে? বেটা গুলিখোর! দেখাছি মজা। লাঠি গাছটা গেল কোথায়?

রাম। এজ্ঞে কি কর্তি হবে বলেন না।

গোবিন্দ। বেটাকে লাঠির ভয় না দেখালে বেটা কি কোন মতেই কাজ কর্তে চাইবে? শোন্, শীগ্গির যা, আট পয়সার খুব ভালো কচুরি, আট পয়সার সিঙাড়া, দশ পয়সার সন্দেশ, আট পয়সার বঁদে, আব পাস্ যদি এক পোওয়া সরভাজা নিয়ে আয়। আগে এঁর দ্বান কর্কার সব উছোগ করে' দে। ভালো ফুলল তেল দে, কাপড় দে। দেখছিষ্ নে, আমার ভায়রাভাই এসেছে? আবার বেটা ঠা করে' দেখিষ্ কি। শীগ্গির যা। কাপড় তেল দিয়েই দৌড়ে এই পাশের দোকানে যা, আর দৌড়ে আস্বি—যেন এখেনেই ছিলি। যা—

রাম। [ঘাইতে-ঘাইতে কিরিয়া] যদি পাশের দোকানে ভাল সন্দেশ না পাওয়া যায়?

গোবিন্দ। তা'লে খুব দ্রুতের একটা দোকান থেকে ধারাপ সন্দেশ নিয়ে আস্বি। যা রোজই করে' থাকিষ্।

রাম। পচা নার্কলে আন্ব?

গোবিন্দ। পচা নার্কলে আন্বি কিরে ? যা ভালো পাস। যা দোড়ে, ভারি ক্রিধে পেয়েছে।

রাম। ভালো খারাপ সন্দেশ মুই কন্নে পাব ?

গোবিন্দ। ভারি বদমায়েস চাকর। তোকে ভালো খারাপ সন্দেশ আস্তে কে বল্লে ! যা ভালো পাস নিয়ে আস্বি।

রাম। আপনি এই বল্লে খারাপ সন্দেশ নিয়ে আয়, আবার এই বলো যে, যা ভাল পাস নিয়ে আয়।

গোবিন্দ। আরে মোলো। এ আবার জেরা আরম্ভ কল্লে ! যা বল্ছি—যা শীঘ্যির, নইলে ভালো হবে না। লাঠিগাছটা গেল কোথা ?

[লাঠি লইয়া পশ্চাদ্ভাবন ও রামকান্তের পলায়ন]

গোবিন্দ। [পুনরুপবেশন করিয়া সকাতরে] চাকর বাকর মানে না।

ইন্দু। তাই দেখ্ছি। আপনি যে ‘নাই’ দেন।

গোবিন্দ। ওদের নিয়ে কি করি ভেবে উঠতে পাচ্ছিনে। গৃহিণী গিয়ে অবধি—ঐ যে কি সব বাস্ক ফাস্ক নিয়ে বোধ হয় ছবিওয়ালার আসছে। এঃ এত বেলায় ! তা যাও তুমি স্নান করে’ নেও, আমি ততক্ষণ ছবি তুলে নেই। বেলা হয়েছে : একে ক্ষুধাতিশয়া, তাতে আবার থানিক ভোগান। “গওস্ত উপারি পিওকঃ।” যাও শীঘ্যির, স্নান করে’ নেও।

[ইন্দুভূষণের প্রস্থান ও ছবিওয়ালার প্রবেশ]

গোবিন্দ। এই যে আসুন আসুন, বসুন।

ছবিওয়াল। আপনি কাজ ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই এলাম।

গোবিন্দ। বেশ করেছেন। এই রান্না—না, সে ত বাজারে গিয়েছে—কে আছিল তামাক নিয়ে আয়—ও কি, কি।

ছবিওয়ালা। না না ম'শায়! আমি দেরি কঠে পার্কো না। একগুই রাজবাড়ী যেতে হবে। বেলা কঠে পার্কো না।

গোবিন্দ। একটু বসুনই না।

ছবি। না না, আপনি নীঘির ঠিক ঠাক করে' নেন।—[বস্ত্র ঠিক করিতে করিতে] আপনার এখানে ভালো চেয়ার আছে—নেই? তা দাঁড়িয়েই বেশ হবে' খুনি।

গোবিন্দ। কেন ফরাসে বোসে?

ছবি। ফরাসে বোসে কি ফটো তোলা যায়? আপনারা ত এ বিষয়ে কিছু জানেন না! যা বলি শুনুন! বসুন—আমি পেছনেব কাপড়খানা টাঙিয়ে দেই [কথাবৎ কার্য] আপনি এই জামগাম দাঁড়ান! আপনি কি এই বকম খালি গায়ে চেহারা নেবেন? তা বেশ, আপনার ইচ্ছা।

[বামকাস্তেব জলখাবাব জইয়া প্রবেশ]

গোবিন্দ। এই যে! এতক্ষণ দেবী! [বামকাস্তেব প্রস্থান]. মহাশয়! একটু অপেক্ষা কর্ত্তে হয় না? জলখাবারটা এয়েছে, পেয়ে নিই। বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

ছবি। না না, রোদ্র চ'ড়ে গেলে ভাল চেহারা উঠবে না।

গোবিন্দ। তবে নাচার! [জলখাবারের প্রতি বিষমভাবে দৃষ্টি]।

ছবি। ভয় কি? আপনার জলখাবাব ত—কেউ এখন থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে না! [গোবিন্দকে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া]

রহুন আমি একবার দেখে নিই [বস্ত্র ঠিক করিতে ব্যস্ত] অত পা ফাঁক
ক'রে নয়। না না, কাছাকাছিও নয়। হাঁ এই বা হাতটা কোমরে
কেন? আপনি ত নাচতে বাচ্ছেন না?

গোবিন্দ। নাচতে হবে না বুঝি?

ছবি। না!—বা হাতটা ওরকম ঝুললে চলবে না। না না, পিছন
দিকে নয়। ও কি! বা হাতটা ভুঁড়ির উপর রাখলেন যে! লোকে
ভাববে আপনার উদরাময় হয়েছে, তাই পেটটা চেপে ধরেছেন।

গোবিন্দ। পেটে উদরাময় না হোক বিবহানল হয়েছে।

ছবি। [সবিস্ময়] পেটে বিবহানল!

গোবিন্দ। আনাব বিবহানল পেটেই জ্বলে থাকে।

ছবি। বটে [ফোকস্ করিতে ব্যস্ত] ও কি? বা হাতটা কেন
পেছনে কেন? আবার সম্মুখ দিকে ঝুলিয়ে রাখলেন? না না, ঝুললে
চলবে না? হাঃ হাঃ হাঃ! বা হাতটা শেষে বুঝি মাথায় দিলেন?
হাঃ হাঃ হাঃ!

গোবিন্দ। তবে কি হাতটাকে কেটে ফেলতে বলেন? হাতটা রাখি
কোথা? এক জায়গায় ত রাখতে হবে।

ছবি। তাওত বটে! আচ্ছা রহুন। এই খামটা ধ'রে দাঁড়ান
দেখি। এ—এ—এইবার বেশ হয়েছে। আর ডান হাতটা কোথায়
রাখবেন?

গোবিন্দ। আমিও তাই ভাবছি। এদিকে ত আর কাছে থাম
নেই। আপনাকে ধ'রে দাঁড়াব নাকি?

ছবি। না না। তা কি হয়! আমি যে ছবি তুলব। আপনার ডান
হাতে এক গাছ ছড়ি নিতে পারেন ত।

গোবিন্দ। যদি কিছু নিতেই হয়, তবে ঐ সন্দেশের রেকাবিটা নেই না কেন? কিছা রেকাবিটা নেই বাঁ হাতে। আর ডান হাতে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে খেতে শুরু করি।

ছবি। সে কি রকম!

গোবিন্দ। এই—আমি সন্দেশ খাই, আর আপনি চেহারা তুলুন। দুই কাজই এক সঙ্গে হ'য়ে যায়। আর হাত দুটোরও যা হয় এক রকম সদগতি হয়।

ছবি। [সন্দ্বিষ্টভাবে] সে ভালো দেখাবে না।

গোবিন্দ। বেশ দেখাবে। আর আমার ইচ্ছে যে ঐ রকম ক'রে চেহারা তুলি। আপনার ত তাতে কোন ক্ষতি নেই।

ছবি। আপনি ত আচ্ছা লোক দেখছি! তা নেন। আপনার যেমন মর্জি—রেকাবিটা বাঁ হাতে এমনি ক'রে ধরুন। ডান হাতে সন্দেশটা তুলুন দেখি।

গোবিন্দ। “কিং মোদকখণ্ডিকায়াম্? তেন হি অয়ং স্নগ্ধহীতো জনঃ”—[সন্দেশ ভক্ষণ।]

ছবি। [যন্ত্রমধ্য হইতে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে] তাই বলে' আপনি সত্যি সত্যিই সন্দেশ খেতে শুরু করছেন না। সন্দেশটা মুখে তুলছেন, এই মাত্র কর্তে পারেন। মুখ নড়লে চেহারা উঠবে না। আপনারা এ সব জানেন না, যা বলি তা বরুন। রসুন, আপনার মাথাটা ঠিক ক'রে নেই। মাথাটা তুলুন দেখি—অত উঁচু নয়, অত নীচু কেন? একেবারে যে হেঁট হ'য়ে পড়লেন। না না, অত সোজা না। মাথাটা ডান দিকে বঁকাচ্ছেন কেন?—না না, বাঁ দিকেও নয়। এঃ! আপনার মাথাটা নিয়ে কি করি ভেবে উঠতে পাচ্ছিনে।

গোবিন্দ। কেন? মাথাটা কেটে ফেলে হয় না?

ছবি। আরে মশায়, বলেন কি! মাথা কেটে চেহারা নেব কিসের?

গোবিন্দ। কেন? ভুঁড়ির। ঐ জন্তেই ত চেহারা তোলা; মাথা কেটে ফেলে চেহারা তোলার কোন বিষ হবে না।

ছবি। না না, তাও কি হয়। মাথা কেটে ফেলে কারুর চেহারা আমি এত দিন নিই নি। আর তা পার্বোও না! ওকি? পেছন ফিল্টার কেন?

গোবিন্দ। [বিরক্তিসহকারে] তবে মাথাটা নিয়ে আমি কি করব বলুন না? উঁচু নয়, নীচু নয়, সোজা নয়, বেঁকা নয়, পেছনও ফিল্টার না, তাই ত বলছিলাম যে, মাথাটা কেটে ফেলেই সব আপদ চুকে যায়।

ছবি। ব্যস্ত হবেন না! ঠিক ক'বে দিচ্ছি [মাথাটা ধরিয়া ঠিক করিয়া] এ—এই বাঃ! বেশ হয়েছে। একটু হালুন দিখি। অত হাসলে চলবে কেন? দাঁত বেব করবেন না। অত গম্ভীর হলেন যে?

গোবিন্দ। তবে কি করব? হাঁসব অথচ দাঁত বের করব না? আজ আমি ভারি জ্বালায় পড়েছি দেখছি।

ছবি। [চিন্তা করিয়া] আচ্ছা একটা কোন বেশ আনন্দের কথা মনে করুন দিখি। হাঁ, এইবার বেশ হয়েছে। কি মনে করেছেন বলুন দিখি।

গোবিন্দ। আমার গৃহিণীর হস্তের সম্মার্জনীর কথাটা ভাবছি।

ছবি। [ফোকাস করিতে করিতে] সেটা আপনার পক্ষে খুব

আনন্দের কথা হ'ল! আমাদের পক্ষে ত সেটা তত আমোদের বোধ হয় না।

গোবিন্দ। ভিন্নরুচিহি লোকঃ। আমার স্ত্রীর মত আপনার যদি সম্মার্জনীসঞ্চাগনসুদক্ষ, লম্বা চোড়া, স্থূলমধ্যাক্ষ, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী থাকতো ত আপনারও তাঁর হস্তে সম্মার্জনীর ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত ও অতি উপাদেয় বোধ হ'ত—মশায়, কথাগুলো ফটোতে উঠবে না ত? তাঁর কাছেই ছবি যাবে।

ছবি। নানা, ভয় পান কেন? নেন, একটা সন্দেশ ডান হাতে তুলুন। নড়বেন না। ঐ রকমই রাখুন। মুখটা সন্দেশের দিকে একটু সন্নেহভাবে—হ্যাঁ, বাঁ হাতে রেকাবিটা এই রকম। আর একটু হাসি হাসি মুখ করুন দিখি। হ্যাঁ, হাতটা আর একটু—এই। ডান পাটা এই রকম। নড়বেন না। বেশ হয়েছে। স্থিৎ থাকুন। নড়বেন না। [যন্ত্রের মুখেব ঢাকনি খুলিয়া বন্ধ কবিলেন] বাস্, হ'য়ে গিয়েছে। এখন আপনি সন্দেশ খেতে পাবেন। দিন দশেকের ভেতরে আপনার চেহারা পাবেন। [বস্তু গুছাইতে গুছাইতে] যদি ভালো না উঠে থাকে ত আর একদিন এসে নিয়ে যাব। তবে আমি এখন যাই।

[বস্তুাদি লইয়া প্রস্থান।]

গোবিন্দ। বাপ্। বেন ঘাম দিয়ে জ্বব ছাড়ল। [উপবেশন] প্রিয়া আমার চেহারা পেয়ে কি খুসীই হবেন! আঃ থাওয়া বাক্। এই রান্না! এক গেলাস জল নিয়ে আয়। শাঘির।

[ইন্দুভূষণের প্রবেশ]

গোবিন্দ। কি ইন্দু! নান হলো? এস, একটু জলযোগ করা

‘যাক্ । দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে’ পা ধ’রে গিয়েছে । ‘আঃ! [উভয়ের আহারে প্রবৃত্ত] বাপ’রে পেটে কি বিরহই জলেছে । খাও না ।

(ঝিঁঝিট—আড়া ।)

তোমারই বিরহে সইরে দিবানিশি কত সই—

এখন, ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু (আর) ঘুম পেলেই ঘুমোই ।

কি বলব আর—পরিভ্রাণ (এখন) একেবারে চিঁড়ে দই—

রোচে না ক মুখে কিছু (আর) পাঁঠার ঝোল আর লুচি বৈ ।

এখন সকালবেলা উঠে তাই, হতাশভাবে সন্দেশ খাই,

ক’তু তুখান সবপুঁরি—আর দুঃখের কথা কারে কই ?

দুঃখের বারিধির আমার কোন মতেই পাইনে বৈ—

—আবার বিরহে বৃষি (আমার) ক্ষুধা জেগে ওঠে ঐ !

(এখন) বিকেলটাও যদি হয় সর্পাৎ গেয়ে কেটে যায়,

সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি ভিন্ন প্রাণটা আর পাচে কৈ ?

কে যেন সদাই এ প্রাণের পাকা ধামে দিচ্ছে মৈ—

(তাই) রাতে ত চার এয়ার ডেকে (৭ দাক্ষণ) বিরহের বোঝা বই ।

(এখন) ভাপি ও বিধুবয়ানে ঘুম আসে না নয়ানে,

রাতির আর মধ্যাহ্ন ভিন্ন চকিশ ঘণ্টাই জেগে রই ।

বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই—

এতদিনে বুঝলেম শ্রিয়ে (আমি) তোমা বই আর কারো নই ।

[পটক্ষেপণ ।]

চতুর্থ দৃশ্য

[স্থান—হুগলির একটা ঘাটের সমীপবর্তী পানের দোকান ।

কাল—গোধূলি । গোলাপী একাকিনী বসিয়া পান
সাজিতে সাজিতে গান গাহিতেছিল]

(সুর মিশ্র—থেমটা ।)

আ রে খা লে মেরি মিঠি খিলি—
মেরি সাথ বৈঠ্কে হিঁরা নিরিবিলি ;
রহা এতো দিন জীয়া—তুম্ বেকুফ নেহাইং—
ইসি খিলি নেহী থায়া, ক্যা সরমকা বাৎ !
দুনিয়া পর আ', কব্ তত্ত্ কিয়া কোন কাম ?
আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ! আরে রাম ! রাম ! রাম !
ইসনে খোড়াসে গুয়া আগর চুনা থুস বো ,
কেয়া কৎ, বহৎ, কিসিমকা মশেলা কো।
বে ফরদা জ্ঞান যো ইসি খিলি নেহী থায় ,
আরে ৎ ! ৎ ! ৎ ! আরে হায় ! হায় !

গোলাপী। এঃ ! ভারি মেঘ ক'রে এল যে । আজ আর আমার
পান কিন্তে কেউ আস্ছে না । খিলি বিক্রি করে কি আমার চলে ?
মামীটা দিলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে । বলে—এমন স্বভাব চরিত্রের
মেয়ে সে বাড়ীতে রাখতে পারে না । নিশ্চই সেই পোড়ারমুখী চাঁপার
এই কাজ । সে মামীর কাছে আমার নামে দিবারাত্রিই লাগাচ্ছিল
কি না ! যদি বিদেশে এলাম চাকরি কর্তে, তা ছাই চাকরিই কি
ছুটলো ' একটা বাড়ীতে যদিই বা কত চেষ্টা চরিত্রের ক'রে ঢুকলাম
ত তারিও দিলে তাড়িয়ে । কেন না, গিন্নি এক দিন শুন্লেন যে.

আমি গান গাচ্ছি, আর কার সঙ্গে কবে একটু হেসে কথা কইছি,—
সত্যি কথাটা—তঁার কণ্ঠাটাই এক দিন আমার সঙ্গে একটু বেশী
রসিকতা কর্তে গিইছিলেন, গিনি তা টের পেইছিলেন,। থাক্—অদৃষ্টে
যা আছে, তা হবে। এঃ! আবার বৃষ্টি নামল দেখছি, কি করি?—
এখন পানের দোকান খুলিছি, পরে আরো কি কর্তে হবে কে জানে!
ঈশ্বর জীবনাটা দিইছিলেন, সেটা সং কি অসং বে উপায়েই হোক,
রাখতে ত হবে। বাঃ! এ আবার কে আসে! মাথায় পাগড়ি, পরণে
শাড়ীই বেন বোধ হচ্ছে, আবার পায়ে জুতো। মেয়ে মানুষ কি পুরুষ
মানুষ—বোঝা যাচ্ছে না।

[চপলার প্রবেশ]

চপলা। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ বৃষ্টি। এই জায়গায় একটু-
খানি অপেক্ষা করে নেই—বৃষ্টিটা থানুক। একটা স্ত্রীলোক দেখছি
এক কোণে বসে রয়েছে। এব সঙ্গে ভাব করে' নেওয়া যাক।
[প্রকাশ্যে] দেখ মেরেমানুষটি! তোমার সঙ্গে আমার ভারি ভাব।

গোলাপী। তা ত হবেই! দবকার পড়লে সকলেই ভাব কর্তে
আসে। আবার দবকার শেষ হয়ে গেলে একেবারে ভুলেও যায়। বাইরে
বৃষ্টি কিনা, তা এখন আমার সঙ্গে ভাব হবে বৈ কি!

চপলা। [স্বগত] স্ত্রীলোকটি মুখরা [প্রকাশ্যে] কেন, আমার
সঙ্গে ভাব কর্তে তোমাব আপত্তি আছে?

গোলাপী। সে তুমি মেয়ে মানুষ কি পুরুষমানুষ না জানলে বলি
কেমন করে?

চপলা। কেন, সেটা কি এখনো ঠিক করে' উঠতে পার নি?

গোলাপী। কৈ আর পেরেছি? শাড়ী-পরা পুরুষ মানুষ আমি এত

দিন পর্য্যন্ত দেখিনি। আবার জুতো পায়ে দেওয়া আর মাথায় পাগড়ি-
পর্য্য মেয়ে মানুষ দেখাও আমার ভাগ্যে আজ পর্য্যন্ত ঘটে ওঠে নি।

চপলা [স্বগত] আবার রসিকা [প্রকাশে] এ রকম পোষাক
দেখনি ? এ নব্যাদের পোষাক। আমি এক জন নব্যা।

গোলাপী। নব্যা পুরুষ না নব্যা স্ত্রীলোক ?

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ ! নব্যা পুরুষ ! আকারান্ত শব্দ কখন
পুরুষ হয় ?

গোলাপী। হবে না কেন ? বাবা মামা দাদা কাকা সবই ত
আকারান্ত, আর তাঁরা পুরুষ বলেই ত আমার এত দিন জ্ঞান আছে।

চপলা। [স্বগত] আবাব কতক শিক্ষিতা ! [প্রকাশে] তা বটে,
কিন্তু ও গুলো ত সংস্কৃত শব্দ নয় ! তা যা হোক, তোমার বাবা মামা দাদা
কি কাকা কেউ নেই ?

গোলাপী। আছে শুন্তে পাই।

চপলা। কেন ? তারা তোমার খোঁজ নেয় না ?

গোলাপী। নেয় কি না নেয়, তোমার তা জেনে কিছু দরকার
আছে বলতে পার ?

চপলা। আহা, চট কেন ?

গোলাপী। [কতক মোলায়েম] সমস্ত দিনটা চাকরির খান্ধায় ঘূবে
কিছু হলো না, ইতে মেজাজটা কি খেজুর গুড়ের কলসী হয়ে থাকবে ?

চপলা। তুমি চাকরি কর্বে না কি ?

গোলাপী। পেলেই করি।—পাই কই ?

চপলা। তুমি কি কাজ জানো ?

গোলাপী। এই নাচতে জানি, গাইতে জানি। কিছু কিছু লেখা-

পড়াও জানি, পাড়াগাঁয়ের পাঠশালার পড়েছিলাম, তার পর বাড়ী বসেও পড়েছি। অল্প কাজের মধ্যে ছোট খাটো সব কাজ কর্তে পারি,—যেমন চিঠিখান ডাকে দেওয়া, ধরদোর পরিকার রাখা, বিছানা করা,—এই রকম ছোট খাট কাজ।

চপলা। তবে বেশ হয়েছে। আমি ঠিক ঐ রকম লোক একটা খুঁজছিলাম। আমি সম্প্রতি স্বামীব বাড়ী যাব, সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি আমার কাছে থাকবে?

গোলাপী। তা—তা রাখলেই থাকি।

চপলা। আমাব কাছে তোমাকে কাজ বড় কর্তে হবে না। আমল কাজের মধ্যে আমাকে বেশ ভালো মেজাজে রাখা।

গোলাপী। [লজ্জিত ভাবে] তা থাকবে। তবে মাঠনেটা—

চপলা। সে ঠিক হবে, দেব। দেখ, কাল সকালে তুমি আমাদের বাড়ীতে যেও। আমাব নাম চপলা। আমি এখানে এখন আমার বাপের বাড়ীতে আছি; সে বাড়ী কোথায় জানো? বড়বাজারে চাটুর্ঘ্যদেব বাড়ী বলে সকলেই চিনিযে দেবে। আমার বাপ নীলবতন চাটুর্ঘ্যে, এখানকাব জমীদার। বৃষ্ট থেমেছে। আমি যাই। [গমনোচ্ছত] বড়বাজারে বাবু নীলবতন চাটুর্ঘ্যের বাড়ী, মনে থাকবে?

গোলাপী। [সম্মুখে উঠিয়া] হা, থাকবে।

চপলা। আচ্ছা। কাল সকালে দেখতে পাবে যে, আমি নিজের দরকার শেষ হলেই তুলে যাইনে। [প্রস্থান]

গোলাপী। এরই বলে কপাস। পড়তে না পড়তে উঠিচি। এখন প্রদীপ জালা যাক। [প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[স্থান,—ছগলিতে নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের গৃহান্তঃপুরের দ্বার ।

কাল,—সন্ধ্যা ! চপলা, নিশ্চলা ও ভট্টপল্লী

হইতে আগতা তাঁহার বন্ধুদ্বয় দামিনী

ও যামিনী আসীনা]

দামিনী । আহা, এই সৌধচূড়ার কি শোভা !

যামিনী । আহা !

দামিনী । উপরে নিম্নুক্ত সাক্ষ্য নীলাকাশ ।

যামিনী । পদতলে মুঞ্জরিতকিশলয়দলশ্রামলা ধবিত্রী ।

দামিনী । আহা কি মধুরই বা মলয় পবন ।

[গীত]

(আসে—ঝাঁপতাল)

ধীর সমীরণে মধুর মধু মাসে,

নিয়ত কিসের মত কি যে এখানে ভেসে আসে -

না জানি কেন এত শুধা মলয় বাতাসে,

কি হৃদে ধরা ফুলভরা এত হাসি হাসে,

শ্রোতের কথা পবন মনে পাঠায় সে কাহার পাশে,

এত কুহবরে শ্রাব 'ভরে' করে ভালবাসে ।

যামিনী । আর কোকিলকুঞ্জনট বা কি মধুর ।

[গীত ।]

(গোড় সারং—ঝাঁপতাল)

কি জানি কেন কোয়েলা গায় এত মধুর গানে ।

ও কুহ কুহ, কুহর তান শিখিল কোনখানে ।

কত যে নব মিলনকথা, কত দীর্ঘ বিরহব্যথা,

লুকানো ঐ কুহ কুহ কুহ কুহর তানে ।

বলে সে বুঝি" এসেছি আমি ওগো এসেছি আমি,
 বিশ্ব ভরা অমিয় লয়ে স্বর্গ হ'তে নামি,
 সঙ্গে লয়ে শ্রামল ধরা, পুষ্পিত সুগন্ধভরা,
 সঙ্গে লয়ে মলয়মণ্ড তব সন্নিধানে।"
 মধুরতর মিলন গাথা গেয়েছে কবি শত,
 গায়নি কেহ বিরহগান পাখীরে জোরহঁ মত।
 —কি অমুরাগ কি অনুনয়, কত বাসনা বেরনাময়,—
 ও কুহ তাই আকুল করে বিরহাঁজন প্রাণে।

দামিনী। অ হ হ ! [গল্লাদভাবে অবস্থিত।]

যামিনী। সখিবে ! [তদ্বৎ।]

দামিনী। [চপলাকে] তুমি একটা গাও না সহচরী।

যামিনী। হাঁ হাঁ—একটা বসন্তবিষয়ক !

নির্মলা। ওর গলা আছে বেশ, তবে গান বড় শিথিলি।

দামিনী। একটি গাও না স্বজনি।

যামিনী। হাঁ একটি বসন্তবর্ণনা জানানো ?

চপলা। জানি বৈ কি। তবে বর্ণনাটি আপনাদের মনোমত হবে
 কি না বলতে পারি নে।

দামিনী। তা হবে তা হবে। তুমি গাও।

যামিনী। [ভাবী গানের বসন্তাদন কবিত্তে কবিত্তে] আহা !

চপলা। আচ্ছা গাই। বর্ণনাটী কিন্তু একটু মারাত্মক !

[গীত]

(বসন্ত—একতালা)

দেখ দেখি দেখে দেখে বুঝি শিশির হইল অস্ত,
 বুঝি বা এবার টেকা হবে ভার—সখিরে এল বসন্ত।

বামিনী । সুন্দর । তবে 'টে'কা' কথাটা—

বহিছে মলয় আকুলি, বিকুলি, ব্রাহ্মায় তাই উড়ে যত ধুলি

এ সময় তাই বিরহিণীগুলি—কেমনে হবে জীবন্ত।

না কল্লେও চলত ।

চপলা । কিন্তু কথটা সত্য কি না ? [গীত ।]

কর কর কর কুল কুল কুল বহে ঘাম সব গাজে—

শুনশনে মাছি দিনের বেলায় শুনশনে মশা রাতে—

দামিনী। বসন্তে ঘান বহার কথা কালিদাসের ঋতুসংহা-
ত নেই।

যামিনী। আর কোকিল ভ্রমর এ সব থাকতে মশা আর মাছির
কণা আনাটা ভালো হয়েছে সখি ?

চপলা । ভ্রমর ও কোকিল আসছে । বাস্তব হবেন না ।

[ଗୀତ]

ডাকিছে কোকিল কুহ কুহ কুহ, গুণেরে আলি মুহ মুহ মুহ.

वाचिने वाचिने उरु उरु उरु—हि हि क ह श श हसु ।

দাশিনী । এটুকু মন্দ নয় ।

যামিনী । হ্যা, তবে ভাবাটা একটু উচ্ছ্বাস ।

৫পলা। শুনে যান না; শোনার পর সমালোচনা করবেন।

[গীତ]

পতি কাছে নাই পতি বিনা আর কে আছে নারীর সম্বল,

দামিনী ও যামিনী । বাঃ বেশ বেশ !

কাচ আঁব দুটো পেড়ে আন্‌ সখি গুড় দিয়ে রাঁধ্‌ অপর ।

[দামিনী ও যামিনীর সন্নিহিত পবস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত]

অরণ্যে যে ধারা বহে—রসনায়ে, কি করি কি করি, বঁচা হ'ল দায়,

ভাড়া-ঘরটা আর হবে অগ্নি করে' আসি লো তদন্ত ।

দামিনী । বসন্তবর্ণনাটি উত্তম নয় ।

যামিনী । নাঃ—এসব সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিকৃত ।

চপলা । কিছ স্বভাব-সঙ্গত । [গীত]

দেখ সখি দেখ, বাত্মারেতে বৃষ্টি ঘি ঢধ হইল সন্ধ্যা,

কিনে আন্‌ খেয়ে গরু করে' নেই বিরহের ভার বস্তা ।

দামিনী । সখি সখি !

যামিনী । এ কি ? এ যে অসম্ভাব শাস্ত্রকে বদ কব' !

চপলা । [কর্ণপাত না কবিতা গাঁহিয়া চলিলেন]

হেরি যে বিখ শ্রুতময়, মে', গেয়ে নিয়ে শুই বিরহ-রসনে,

পড়ি গে' এক মুদিও নমনে শোণেবকাঙলি গ্রন্থ ।

দামিনী । সখি থাক্‌ আর গাঁহিতে হবে না ।

যামিনী । হাঁ আর কাজ নাই । ক্ষান্ত হও ।

চপলা । আর এক কলি মাত্র আছে । [গীত]

নিয়ে আয় সখি ববদ--নহিলে মরি এ মনয বাক্যসে,

নিয়ে আয় পাগা—এলনাক পতি—তাত বে মাসের ১৭৫ -

নিয়ে আয় পান তাস আন ছাই—বিরহের বঁত ছালা—মরে' যাই

দাড়াইয়ে কেন হাসিস্‌ লো তাই বাহির করিয়ে দন্ত ।

দামিনী । এ গান বসন্তের অবমাননা ।

যামিনী । বিরহের অপবাদ ।

চপলা। [সহসা] উহ, উহ! [বহে হাত দিয়া উর্দ্ধমুখে মরি যে!—

দামিনী ও যামিনী। কি হয়েছে সখি?

চপলা। [চীৎ হইয়া পড়িয়া] ভয়ঙ্কর বিরহ সখি, ভয়ঙ্কর বিরহ। শাস্ত্রে বিরহের কি কি অবস্থা আছে বল, শীগ্গির শীগ্গির সেবে নেই। আমার প্রাণকান্ত যে কখন এসে পড়েন ঠিক নেই।

দামিনী ও যামিনী। সমাশ্বসিহি! সমাশ্বসিহি!

চপলা। [উঠিয়া] আঃ—বাঁচলেম। কই কান্ত কই? পাই কই? বল সখি কি কর্তে হবে বল—এখন আমি মুচ্ছা যাব? না হাস্বে? না কাঁদব? না সন্দেশ খাব?

[গোলাপীর প্রবেশ]

গোলাপী। ছোট দিদিমণি। আপনি একবার বাহিরে আসুন ত।

চপলা। কে—ডাকলে?—উঃ—গোলাপী?—ববফ এনেছ?—চল—যাই—ওঃ—[উভয়ের প্রস্থান।]

দামিনী। তোমার ভগ্নীটি সত্যিই চপলা।

যামিনী। একটু অধিক মাত্রায়।

নিম্মলা। ওর হাসি তামাসা ঠাট্টা করাটাই স্বভাব।

দামিনী। বসন্তের এক্রপ বর্ণনা! যাকে জয়দেব বর্ণনা কবেছেন

—ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে

যামিনী। মধুকরনিকরকরধিতকোকিলকুজিতকুঞ্জকুটীরে।

দামিনী। আহা। এই ত বসন্ত।

যামিনী । আহা ! এই রকম বসন্তেই ত হয় বিরহ ।

দামিনী । এই সময়ে তুমি তোমার প্রাণপতিকে ছেড়ে আছ কেমন করে সখি ?

যামিনী । সত্য, সহচরি !

[হাসিতে হাসিতে চপলা'র প্রবেশ]

চপলা । হাঃ হাঃ হাঃ—

নির্মলা । [চমকিয়া] কি লা ?

চপলা । হিঃ হিঃ হিঃ—

নির্মলা । হাসিস্ কেন চপলা ?

চপলা । হোঃ হোঃ হোঃ—

নির্মলা । হেসে যে গড়িয়ে পড়লি । হয়েছে কি ?

চপলা । ফিরিছে ।

নির্মলা । কে ?

চপলা । নিম্নে ।

নির্মলা । কোন্ নিম্নে ?

চপলা । স্বীমোকের আবার ক'টা কবে' নিম্নে থাকে ! সেই নিম্নে—সাপু ভাষার মন্ত্রমুখ, যে আমাকে বিয়ে করে'—সাপু ভাষার পাণিগ্রহণ করে', কৃতার্ণ করে'ছে । এক কণার আমার স্বামী—হোঃ হোঃ হোঃ ।

[হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া গ্রহান]

দামিনী । [গম্ভীরভাবে] সখি ! আমরা উঠি ।

যামিনী । হাঁ উঠি ।

নির্মলা । কেন ? কেন ?

দামিনী। সখি, মনে বড় বাথা পেইছি। [উত্থান।]

যামিনী। হৃদয়ে বড় আঘাত পেইছি। [উত্থান]

নির্মলা। কেন ? কেন ভাই !

দামিনী। যখন আমরা প্রেমের চিন্তায় মগ্ন, তখন এইরূপ ভোঁনাব ভগ্নীর হৃদয়হীন উচ্চহাস্ত !

যামিনী। এই প্রেমের অবমাননা !

নির্মলা। না না, বোস ভাই, চপলের ঐ রকম স্বভাব, সব বিষয়েই হাসি তামাসা।

দামিনী। আর তাব উপরে স্বামীর প্রতি এরূপ অবজ্ঞাপূর্ণ বিশেষণ প্রয়োগ ! মিলে ! কোথায় বন্বে কাঁচ, নাপ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়দেবতা—না মিলে

যামিনী। কোথায় বন্বে জীবনবরুণ, হৃদয়সর্ব্বদ, প্রেমকাণ্ডানী-
জংসরোজমূর্ত্ত্য—না মিলে ! না সখি ! আমবা বাই।

নির্মলা। না না, বোস না ভাই—ওর কথা ধর্ত্তে আছে ?

দামিনী। কখন না।

যামিনী। [বক্ষে হাত দিয়া] ওঃ—

[উভয়ের প্রস্থান ও গোলাপীব প্রবেশ]

গোলাপী। [নির্মলাকে] আপনার জন্তে ছোট জামাইবাবু
এই চিঠিখানি পাঠিয়ে দিলেন। বজ্রেন যে, নিজে একটু পূবে
আসছেন।

নির্মলা। [সাগ্রহে] কৈ কৈ ? [পত্র লইয়া স্থলিয়া পাঠারম্ভ ও
গোলাপীর প্রস্থান]

নির্মলা। তাই ত ! কথা শুলো ত বড় ভাল ঠেকছে না।

কি জানি কেন, আর আমার এখানে একদণ্ড থাকতে মন সয়ছে না। দেখি তার পরে কি লেখে। [পাঠ] “আমার মানসিক অবস্থার নাকি ছবি তোলা যায় না, তাই পাঠাইতে পারিলাম না। আমার শৌচনীয় শারীরিক অবস্থা তোমার অল্পজ্ঞানত প্রেরিত ছবিতে কথঞ্চিৎ বুদ্ধিতে পারিবে।”—কৈ ছবি ত পাঠায়নি।

[চপলার প্রবেশ।]

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ। এমন কালি বুলি মেখে গেয়েছে যে চেনবার যো ছিল না। মুখ ধুজিল, আর আনি এক চিলম্‌চি জল তার মাথায় ঢেলে দিইছি।

নির্মলা। চপল, চিঠিতে লিখেছে যে ছবি পাঠিয়েছে। তা কৈ—ছবি কৈ? ভিজেনা করে’ আয় ত।

চপলা। যেতে হবে কেন? ঐ যে, অশ্বখবৃক্ষের ভিতর দিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইতেছে।

[ইন্দুভূষণের প্রবেশ]

ইন্দু। [চপলাকে] বেশ! সুন্দর অভ্যর্থনা! ভগলী জেলার বুদ্ধি মাথায় ঘোলা জল ঢেলে আদর করে?

চপলা। মাথা ঠাণ্ডা করে’ দিলান।

ইন্দু। তা বেশ! [নির্মলাকে] কি দিদিমণি! গোবিন্দ বাবুর চিঠি পড়ছেন?—এ যে দিল্লি খানিক।

চপলা। গাধার মোট কি না, অল্প ফলে ত ডাকেই পাঠাতে পার্শ্বেন।

ইন্দু। কি রুতজ্ঞতা! ‘আমি চিঠিখান বয়ে’ নিয়ে এলাম, তার বিনিময়ে আমাকে গাধা বানাবার চেষ্টা?

চপলা। সে আর বানাতে হবে কেন ?

ইন্দু। কি রকম !

চপলা। বলি' সে ত গোড়াগুড়িই আছ !

ইন্দু। বাঃ পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা !

নির্মলা। সেখানে সব কেমন দেখলে ? তা'রা সব ভালো !

ইন্দু। তা'রা মানে তিনি, আবার তিনি মানে গোবিন্দ বাবু।

“ভালো আছেন” ? তা আর বলে' কাজ কি ? আপনি এসে অবধি তাঁর শরীরের পরিধি যেকপ দিন দিন শুরূপক্ষের চন্দ্রকলার মত পরিবর্দ্ধিত হচ্ছে, তাতে শীঘ্রই তাঁর যৌলকলা পূর্ণ হবে। ‘ভয় নেই। তা ভয় নেইই বা কেমন করে’ বলি। [মন্তক কণ্ডুয়ন]

চপলা। কেন ?

ইন্দু। না, আর কিছু নয়, তবে তাঁর মধ্যদেশে যেকপ ক্রমাগত বেলুনের মত স্ফীত হচ্ছে, তা'তে, যদি তিনি কেটে না দান ত শীঘ্রই আকাশমার্গে উড্ডীন হবেন।

নির্মলা। তোমার তামাসা রাখ দিখি।

ইন্দু। তামাসা।—তবে এই দেখুন তাঁর ছবি। [পকেট হস্তে বাহির করিয়া একখানি ছোট ফটো নিঃস্রাব হস্তে দিগেন]

নির্মলা। [ছবি সাগ্রহে লইয়া ক্ষণেক দেখিলেন ও পবে তাহা স্বতঃই তাঁহার হস্ত হইতে অলিত হইল]

চপলা। কৈ দেখি ! [ছবি কুড়াইয়া লইয়া] এই গোবিন্দ বাবুর চেহারা নাকি ? এ কি অসুভাৱকম চেহারা ! খালি গায়ে !—হাঃ হাঃ হাঃ আবার হাসি হচ্ছে ! আবার এক হাতে একটা রেকাবি, আর এক হাতে একটা বুনি সন্দেশ মুখে দেওয়া হচ্ছে। হাঃ

হাঃ হাঃ ভারি মজার লোক ত। আমার তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্তে ইচ্ছে হচ্ছে যে।

ইন্দু। [নির্মলাকে] কি দেখলেন! যে আপনার বিরহে তিনি ছিন্নমূল মাধবীলতার মত শুকিয়ে যান নি।

নির্মলা। আর কাটা বায়ে চূনের ছিটে দেও কেন?

[সবেগে প্রস্থান]

চপলা। দিদিমণি অত দুঃখিত হলেন যে?

ইন্দু। বোধ হয় তাঁর স্বামী তাঁর বিবচে মোটা হয়েছেন দেখে। স্বারা ভাবেন যে তাঁরা নইলে স্বামীদেপ চলে না। তা যে চলে, তাই শুধু আমি দেখাচ্ছিলাম।

চপলা। তবে তান বিয়ে কর্তে গিয়েছিলে কেন? তোমাকে ত আব বাপ মারে মারে' বলে দেইনি।

ইন্দু। পুরুষমানুষগুলো জীবনের মধ্যে একবার ফেপে। সে বিয়ে কর্তাব আগেই। একটা ক্ষুদ্রবেগীসমগ্নিত মাথার নীচে একটা ছোটখাটো গোনগান মোলায়েম মুখ দেখে বুদ্ধি শুকি হাবিয়ে সে একটা কাজ করে' ফেলে, যার জন্য তাকে আজীবন অনুতাপ কর্তে হয়।

চপলা। তা বটে, তবে সে ফেপানিটা স্ত্রী থাকলেই যায়, স্ত্রী মলেই আবাব হয়। গোবিন্দ বাবুই তাঁর দৃষ্টান্ত। বরং স্বামী নইলে স্ত্রীর কতক চলে।

ইন্দু। কিসে?

চপলা। কিসে? স্ত্রী বার বছরে বিধবা হলেও আবার বিয়ে না

করে' থাকতে পারে। আর পুরুষ ৬০ বছরেও স্ত্রী মলেই আবার বিয়ে না করে, থাকতে পারে না।

ইন্দু। তবে তোমরা প্রথমবারেই বা বিয়ে কর কেন ?

চপলা। টাকা রোজগার করবার জন্যে একটা স্বামী দরকার, তাই। [কাছে গিয়া ইন্দুর বক্ষঃস্থলে তর্জনী দিয়া মৃদুস্বরে] মোট বইবার জন্য প্রতি ধোপানীরই একটা করে' গাধা থাকে।

ইন্দু। এই গাধাদেরই বুদ্ধিতে তোমরা ছুঁটো খেতে পাও। আমরা নইলে কি তোমাদের চলে সোনার-চাঁদ ?

চপলা। বটে! আমাদের বুদ্ধিতেই তোমরা করে' খাও! শ্রীকৃষ্ণ সারথি না থাকলে অর্জুনের সাধ্য কি যে যুদ্ধ কর্তেন। আমরা নৈলে তোমাদের কি চলে দস্তনাগিক ?

ইন্দু। তার দৃষ্টান্ত গোবিন্দ বাবু। তাঁর চল্ছে কেমন কবে' মাণিকজোড় ?

চপলা। তাঁর বাড়িতে কি ত্রালোক একেবারে নেই !

ইন্দু। তাঁর ভগ্নী আছেন বটে !

চপলা। দেখলে ফটিকচাঁদ।

ইন্দু। তিনি নইলে কি আর গোবিন্দ বাবুর চলত না ?

চপলা। তবে দেখবে গোপালধন ?

ইন্দু। কি ?

চপলা। পনের দিনের মধ্যে দিদিমণিকে নিতে লোক আসবে।

ইন্দু। দেখি।

চপলা। তা'হলে স্বীকার করো যে বুদ্ধিতে তোমাদের হার ?

ইন্দু। হাঁ। আর দিদিমণিরও একটু উপকার হয়।

চপলা। গোবিন্দ বাবুকে কিছু বলে' দিতে পাবে না।

ইন্দু। না, আমি তাঁকে কিছু বলব না।

চপলা। আর তোমারও একটু কাজ কর্তে হবে। আমি নিজেই কর্তাম, যদি তাঁর সঙ্গে আলাপ থাকত।

ইন্দু। কি?

চপলা। বেশী কিছু নয়। সতর্কতায় দুই একটা সাদা মিছে কথা।

ইন্দু। তথাস্থ। তবে—

চপলা। এখন চল নীচে। [যাইতে যাইতে] যা' বলি কব দোখ। তার পর দেখো যা' বলিছি তা হয় কি না। হাঃ পুরুষ মানুষগুলোকে এই কড়ে' আঙ্গুলের ওপরে করে' ঘুরাতে পাবি।

ইন্দু। [যাইতে যাইতে স্বগত] আমাকে ত পাব।

[উভয়ের প্রস্থান]

—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দের বহির্কোণ। কাল—সন্ধ্যা। ডাইনে বাবা সহকাৰে গোবিন্দ একাকী কৰাসে উপবিষ্ট]

গোবিন্দ । [তবলাতে চাঁটা দিতে দিতে] আজ বাদলার দিনে কেউ যে এ মুখে হচ্ছে না। লোকগুলো কি বাড়ী থেকে বেবৎাব নামটি নেই! ইবিব জ্ঞো ত লোকে বিয়ে কৰে। এসময়ে প্ৰিয়'ব নথ-আন্দোলন মনে পড়ছে, আব 'আমাব প্ৰাণটা হা হতাশ কৰে' উঠছে। বৃষ্টি-বাদল'ব দিনে একটা স্ত্ৰী বিশেষ দৰকাৰ ।—ঐ রামা! বেটা যুমোছে—ওবে হতভাগা গুদিতোৰ, ষণ্ডামার্ক, মুদোকবাস, হাড়ি ডোম—

নেপথ্যে । এজ্ঞে যাই।

গোবিন্দ । [ভেঙ্‌চাইয়া] এজ্ঞে যাই! এক ছিলিম তানাক নিৰ্ণয়ে আয়—শীঘ্ৰি়ৰ । কি যে কৰি, ভেবে পাইনে—ঐ যে গোকুল ভায়া ছাতি মাথায় দিয়ে যাচ্ছে । ওহে গোকুল ভায়া এস এস।

নেপথ্যে । না না ও পাড়ায় বিশেষ দৰকাৰ আছে।

গোবিন্দ । আৰে ছত্ৰৰ দৰকাৰ ।—একটা গান গেয়ে যাও।

নেপথ্যে । আমি গাইতে জানি না।

গোবিন্দ । তবে একটু নেচে যাও।

নেপথ্যে । না না বাড়ীতে ব্যাৰাম। ডাক্তারখানায় যাচ্ছি—

গোবিন্দ । এঃ চলে গেল !

[রামকান্তের প্রবেশ ও হুঁকা দিয়া প্রস্থান]

গোবিন্দ । কি করা যায় ! স্ত্রীটা ফটো পেয়েও এলো না । এদিকে আমার বুদ্ধিদাত্তী বোনটিও চলে' গেল । বলে' গেল যে বসে থাক না, স্ত্রী তিন মাসের মধ্যেই চলে' আসবে । তা ত আর আসবার কোন লক্ষণই পাওয়া যাচ্ছে না । একখান চিটিই বা লিখল কৈ ?—ঐ বে বংশী যাচ্ছে—ওহে বংশী ! একবার এস না এদিকে ।

নেপথ্যে । না না দবকার আছে—

গোবিন্দ । ঙ্গে—একবারে হন্ হন্ করে' চলে গেল । এ বাদলাব দিনে কোথায় একটু কাজের লোকের মত এসে ছু ছিলিম তানাক থাকে, তাস পিটবে, একটু হইস্কি থাকে দুটো খোসগল্প কর্কে—না সব কুড়েল মত ছাতা মাথায় দিয়ে এ পাড়া ও পাড়া করে' বেড়াচ্ছে । নাঃ হইস্কির বোতলটা আনান যাক ।—এই রানা, এই বেটা কুড়ে গাধা ।

রামকান্ত । [প্রবেশ করিয়া মুখ গিচাইয়া] কি—

গোবিন্দ । “কিঃ ?” বেটা যেন নবাব ! ফের যদি ও রকম উত্তর দিবি ত লাঠি দিয়ে তোব হাত ভেঙ্গে দেব । যা শীঘ্রির হইস্কির বোতলটা নিয়ে আর—আর একটা গেলাস ।

[রামকান্তের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ এবং বোতল ও

গেলাস দিয়া পুনঃ প্রস্থান]

গোবিন্দ । [বোতল খুলিয়া মদিরা ঢালিতে ঢালিতে] একটু কোম্পানির উপকার করা যাক ! [সুর করিয়া] “সন্ধ্যায় একটু হইস্কি

ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কৈ।” এঃ পীতাম্বর যে; আবার সঙ্গে গদাও যে—এস এস ভায়া, এস বাবাজি।

[পীতাম্বর ও গদাধরের প্রবেশ]

গোবিন্দ। জুইন্ধির গন্ধ অত দূর থেকে পেয়েছ? আচ্ছা নাক বাবা! কি, পীতু, সব ভাল ত? বল শশীর খবর কি? তার ভায়ের ছ্রীটি না কি মায়া গিয়াছে! এই রামা—হরিতারণ স্বশুরবাড়ী এসেছে শুন্লাম। তাকে ধবে নিয়ে আস্তে পাল্লে না? সে এবাব ভারি মুটিয়েছে। গদা!—শ্যামচাঁদেব মাছ খেতে খেতে কাঁটা গলায় বেধেছিল যে তা গিয়েছে? এই রামা দুটো গেলশ নিয়ে আয়।—গোপাল বাবুর বড় মেয়েটি বিধবা হয়েছে।—আহা! তার রয়স কত? ১৫।১৬ বছর হবে না?—সিদ্ধেশ্বরের কোন খবর টবব পেলে?

পীতাম্বর। তুমি একাই যে সব করে ফেলেছে।

গোবিন্দ। আবে সমস্ত দিনটা কথা কইতে না পেয়ে পেট কেঁপে মরি আর কি। তোমবা এলে, একটু কথা কয়ে' বাঁচলাম। এই বামা—বেটা নিশ্চয় ফের ঘুমিয়েছে। এই যে—

[রামকান্তের প্রবেশ ও দুটি গেলাস রাখিয়া প্রস্থান]

গোবিন্দ। [মদীরা ঢালিতে ঢালিতে] আমার সোডা ফরিয়ে গিয়েছে, জল দিয়ে খেতে হবে। এ বাদলার দিনে চারটি চাল ভাজতে বলব? [পূর্ণ পাত্র উভয়কে প্রদান]।

পীতাম্বর। আমরা বেশীক্ষণ বসব না। কাজ আছে [পান]

গোবিন্দ। আচ্ছা যা হোক—পৃথিবী শুদ্ধ লোকেব এক দিনেই সব কাজ! তবলাটা রয়েছে একটা গান ধর না হয়।

গদা। না না দেরি হয়ে যাবে [পান]

গোবিন্দ । আরে বস না ।

পীতাম্বর । না না আর না । এখন উঠি ।

গদা । বাড়ীতে উত্তম মধ্যমের ভয় আছে ত ।

[উত্থান]

গোবিন্দ । সকলেরই ঐ দশা ?

গদা । আবে হাড় জ্বালাতন কবেছে । একটু যেতে দেবি হলেই
কঁদে কেটে একটা হাঙ্গাম বাপায় ।

গোবিন্দ । তাব বাপেব বাড়ী পাঠিয়ে দিতে পাব না ।

পীতাম্বর । আবে তা'হলে কি আব ঘব সংসার চলে ।

গদা । আব স্ত্রীকে তাব বাপেব বাড়ীতেই রাখব ত বিয়ে না
কলেই চলত ।

গোবিন্দ । তা একটু গবে যেও'খনি । একটু বসো না ।

পীতাম্বর । না না আমার বাড়ীতে বাঁধুনী ব্রাহ্মণী পালিয়েছে ।
স্ত্রীরও অসুখ—শয্যাগত । দেখি এ পাড়ায় হবের মাকে বন্দি
পাই । [উত্থান]

গদা । আমারও কি পালিয়েছে । বেহাউ এয়েছে ।—তাই পাঠাব
মাংস আস্তে বাচ্ছি—[উত্থান]

গোবিন্দ । পাঠার মাংসেব সেব কত কবে ?

গদা । আট আনা কবে' ! আমবা যাই ।

[উভয়ের প্রস্থান]

গোবিন্দ । সব শালাই সমান । দেখি খাবাবেব দেবি কত । এই
রামা—ফের ঘুমিয়েছে নিশ্চয় । জ্বালালে । ওরে ষণ্ডামার্ক, চোর,
বজ্রাত, হারামজাদা ।

[রামকান্তের প্রবেশ]

গোবিন্দ । ফের ঘুমোচ্ছিলি ?

রাম । ঘুমোব কেন ! আয়েস কর্ছিলাম ।

গোবিন্দ । [সাস্চর্য্যে] আয়েস কর্ছিলি । মুনিবের সম্মুখে বসতে লজ্জা কবে না ! আব তুই কি দিবারাত্রই আয়েস করিস ? এদিকে আমি ডেকে ডেকে সারা !

রাম । অমন ডাক্তি নেই । বক্ত মাংসের দড় ত । সকাল থেকে খ্যাটে খ্যাটে—

গোবিন্দ । বটে ! সকাল থেকে কি খেটেছিস্ বল ।

রাম । এত তামাক ত সাজছিই সাজছিই । তাব পব বাজার কবা ।

গোবিন্দ । তোর আব কাল থেকে বাজাব কর্তে হবে না ।

রাম । মুই করি না ত কে করি ?

গোবিন্দ । কেন নি করি ।

রাম । কি বাজাব করি ! তবে মোবে আর মাইনে দিয়ে বাবা কেন ? মুই বৈসে বৈসে মুনিবের মাইনে পাতি পারি না । একটা ত ধরম আছে ।

গোবিন্দ । বেটা এখনি বলে ‘খেটে খেটে সাবা’ আবাব বলে বসে’ বসে’ মাইনে খেতে পারি না । তোপ বসে’ বসে’ খেতে হবে না । তুই তামাক সাজবি ।

রাম । আব বাজার করি কি ! তা’হলে কিই বাড়ীর গিন্নী হল ; আর মুই হল্যাম চাকর ।

গোবিন্দ । তুই চাকর নয় ত কি মুনিব ? আর কিই বাড়ীর গিন্নী হল কিসে ? গিন্নীতে বসি বাজার করে ?—যা দেখে আর খাবারো

দেখি কত—হাঁ, আর আজ কি যে বাজার কল্লি তার ত হিসেবটাও দিলেন।

রাম। আপনি যে খাচ্ছিলে।

গোবিন্দ। তোর জন্তে কি আমি খাবও না? আর সারাদিনই কি বসে বসে খাচ্ছি?

রাম। তা বৈ কি। আর তার পরে যে সব ছুপরাটা বিকেলটা ঘুম দিলে! আর মুই ঘুমোলেই ব্যাত দোষ।

গোবিন্দ। বেটা, তুই আর আমি সমান?—কি কি বাজার কল্লি বল!

রাম। [টাকা হইতে হিসাব বাহির করিয়া] এই আলু ছ' সের দ:৫,

গোবিন্দ। কাল যে ছ' সের এনিছিলি! দুরিয়ে গেল?

রাম। তা ফরোবে না? আপনি ত কচি থোকাটি নও যে দিন এক সেব আলুতে হবে!

গোবিন্দ। কচি থোকায় ব'কি দিন এক সের কবে' আলু খায়—
'অচ্ছা, তার পর?

রাম। ঘি এক সের—২।৫

রুইমাছ এক সের—১।৮

বেগুন ৪টে—।/১০

মহনা এক সের—।০/১০

গোবিন্দ। পাঁঠার মাংস আনিস্ নি?

রাম। আনব না কেন! পাঁঠার মাংস ছ' সেব ২-

গোবিন্দ। এক টাকা করে' পাঁঠার সের! কাল যে পনের আনা করে' এনিছিলি—

রাম। বাজারের দর কবে বাড়ে, কবে কমে, তার কিছু ঠিকেনা
নিশেনা আছে ?

গোবিন্দ। দর যে কখন কমল তা ত দেখলাম না—বাড়ছেই।

রাম। আপনার খাওয়াও যে বাড়ছেই।

গোবিন্দ। খাওয়া বাড়ছে বলে' দর বাড়বে? বেটা আমাকে
গাধা বোঝাচ্ছে। এখনি গদা বলে' গেল, পাঁঠার মাংসের সের ॥০
করে'! কাল থেকে আমি নিজে বাজারে যাব। বেটা আমাকে কেবল
ঠকাচ্ছি বোধ হচ্ছে। যা বেটা, বেরো বাড়ী থেকে! [তাড়া করায়
রাম উদ্ধ্বাসে পলায়ন করিল] বেটা আমার পেয়ে বসেছে।

[ধোপানীর প্রবেশ]

ধোপানী। কাপড়গুলো শুণে নেবা না? কতক্ষণ বসে' আছি।

গোবিন্দ। আচ্ছা আজ রেখে যা; কাল সকালে আসিস্।

[ধোপানীর প্রস্থান]

গোবিন্দ। বাড়ীর হ্যান্ডামও ত কম নয়। আগে বোন্টা ছিল,
সব দেখত শুনত। তা সেও চলে' গেল। এখন আগের ডবল খরচ
ইচ্ছে বোধ হয়। তবু ভাঁড়ার নিজে রাধি!

[রত্নই ব্রাহ্মণের প্রবেশ]

রত্নই ব্রাহ্মণ। বাবু যে তেল দিয়েছিলেন ফুরিয়ে গিয়েছে। আর
একটু তেল বের করে' দিতে হবে।

গোবিন্দ। এই চাবি নেও [চাবি প্রদান] আবার চাবি এখনি
দিয়ে যেও। [রত্নই ব্রাহ্মণের প্রস্থান] নাঃ এরা জ্বালাতন কল্লে।

স্বীকে নৈলে আর কোন মতেই চলে না। বিরহেব প্রকৃত মর্শ্ব এখন
বুঝি।

[গীত]

(বেহাগ—ঝাঁপতাল)

বিরহ তিনিসটা কি,
নাইরে নাইরে আর বুঝিতে থাকি ।
যখন দাঁড়ায় 'আসি' রানকাণ্ড ভূতা
বাজার খরচ ফর্দ করি দীর্ঘ নিত্য,
রজক 'আসি'য়ে বলে কাপড় গুণিষা লও—
তখন কাতর ভাবে তোমারে ডাক ।
যখন ঠাকুর বলে আরও তেল চাই—
যদিও রন্ধনেব তারতম্য তাতেও বড় হয় না ,
তবে করিখা আঁঠু রোজই ঘুরায়,
তখন, বিরহবেদনা আর সময় না যায় না ,
বুঝিরে তখন তব কি গুণে বকুনি সহি ,
ফুলিয়ে পুতের ছাতা বিরহ-অনলে দহি ,
তাবরে তখন গোমাঘ আসিতে চিঠি লিখি,
পরে না হয় হবে বা এ কপালে থাকে ।

নাঃ স্বীকে আঁধে লোক পাঠাতে হচ্ছে। কিব তা'লে যে সে এসে
পেয়ে বসবে। কি করি।

[বামকাণ্ডেব প্রবেশ]

গোবিন্দ। বেটা কি চাস্ ?

বাম। একখানা চিঠি [চিঠি প্রদান]

গোবিন্দ। ডাকের চিঠি দেখছি। এতক্ষণ দিস নি ?

রাম। বেতুল হয়ে গিইছিল।

গোবিন্দ। খেতে ত বেতুল হয় না। বেটাকে দিন কতক কেবল বেত দিতে হয়। [বামকান্তের প্রস্থান] এ চিঠিখানার খাম খুব বড় দেখছি। আবার ভারি ভারি ঠেকছে। কে সেখে খুলে' দৌব। ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ও! ইন্দু। ভাষা কি লেখেন দেখা যাক, এঃ কাগজে মোড়া আবার একখানা ছবি। কাব? স্বাব নাকি?—বুঝি এটা আমার ফটোব জবাব।—দেবি। ঈঃ! এ বে নেমা লোক।—ছোটো ব্রালোক আর ছোটো পুরুষ। ইনি ত আমার গৃহিণী। মৃত্যুযনি ববং কাগিলই হয়ছে। বাক্, বাঁচা গিষেছে।—এ ত ইন্দু। আর এ মেয়েটি কে? আর এ ছেলেটেই বা কে? এঃ এব একবাবে ইংবিজ্ঞা পোষাক যো—হাতে ছড়ি, নান্য বিন্যাসি তুপি। চিঠি খানা প'ড দেখি। [নাকবে পাঠ] এ্যা! বখাটা ত না। নয়। “ইনি আমার স্বাব ও আনা। স্বাব পুবা তন বক—ন. শ্রীশব্দবুনার হান্দাব।” দৌব শব্দবুনার হান্দাব। [ছ. লইয়া দেবয়া] এ আবার আমার স্বাবই চেয়াবেব ঠিক পিছনে—এক হাত আবার তাব ঘাডেব ওপর!—বখাটা ত ভাটো নব, নাঃ, তাকে আস্ত এখন লোক পাঠাতে হুছে। বদ্বদ্যদ্য স্পেদাও। এত বঙ্গদ্ব ভানো নয়। একেবাবে আমার স্বাব ঘাডে হাত! এন ঘরেও বিয় কবে? উঃ!—আস্ত হুছে। কিছু একটু কৌশল করে' আন্তে হব যাতে আসল কাবণ ঢেব না পাব। দৌব বামাচার সঙ্গে পরামর্শ করে'। ওকেই পাঠাতে হবে। বেটা চোব বটে, কিছু ওর পেটে পেটে বুদ্ধি। [কাশিয়া] এই বাম, ওহে রামকান্ত, ও প্রিয় ভৃত্য রামকান্ত—ও আমার প্রাণাধিক রামকান্ত প্রসাদ।

[বামকান্ঠের প্রবেশ]

বাম। [মোলায়েম ভাবে] এজ্ঞে । [স্বগত] বাবুর মেজাজ যে ভাবি নরম হয়ে গেল !

গোবিন্দ। দেখ বাম, একটা কাজ কর্তে পাব বাবা ।

বাম। এজ্ঞে আপনি বল্লেন আব পাক্স না ?

গোবিন্দ। কাজটি অতি মোজা । এমন কি সন্দেশ খাওয়ার চেয়েও মোজা ।

বাম। [মাথা চুমকাহতে চুনকাহতে] তবে নিজর ভাব খুব মোজা ।

গোবিন্দ। হ্যাঁ । ওবোক না একটু বুদ্ধি দাকাব । তা তোমাব বুদ্ধি শুদ্ধিত বেশ আচ্ছ দেখতে পাই ।

বাম। এজ্ঞে । বুদ্ধিব জোবের ক'ব' থাচ্ছ কস্তা ?

গোবিন্দ। বুদ্ধিব জোবের কবে খাচ্ছ নাকি ? তা বেশ । খাবে বৈক ! আব শোন — তোমাকে দিয়ে সে বাজতি বেনন হবে, আব ক উকে দিয়ে তেনন হবে না ।

বাম। এজ্ঞে না !

গোবিন্দ। তুমি হেনে বাঁড়াব পুবাচা সাকব । তোমাব ক'বছব চাকবি হোল ?

বাম। এজ্ঞে পাচ বছব ফি কুড়ি বছব হবে ।

গোবিন্দ। হব্ — তাব প্রায় — সাঁচ বছব চাববি হোল । না ?

বাম। এজ্ঞে । কবে' নাও ।

গোবিন্দ। কবে' নেবো ? তোমাব বয়স কত হোল বাবা ?

বাম। অত কি কস্তা খেয়াল থাকে ? বোধ করি এক কুড়ি হবে ।

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ ! তোর বয়স চল্লিশ বছরের এক কাণা-
কড়িও কম নয়।

রাম। এজ্ঞে তা ঠিক। আপনি কত বয়ে ?

গোবিন্দ। এই ৩৪ কি ৩৫ বছর হবে, না ?

রাম। সে ক'গুণা ?

গোবিন্দ। সে খোঁজে তোর দরকার কি—তুই ত আর বিয়ে কর্তে
যাচ্ছিস্ নে—যাচ্ছিস্ নাকি ? হাঃ হাঃ হাঃ—তা বিরের মাথ যায়
মলে' ! তা শোন, যদি তুই আমার এই কাজটা কর্তে পারিস ত তোর
বিরেব খর্চা দিয়ে দেব। দেখ পার্কি ?

রাম। [সজোরে] হাঁ খুব পার্ক—

গোবিন্দ। শোন তবে। তোর মাঠাকরুণ অর্থাৎ আমার গিন্নী—
বুঝলি ?

রাম। এজ্ঞে।

গোবিন্দ। রাগ কবে' তার বাপের বাড়ী চলে' গিয়েছে
বুঝলি ?

রাম। এজ্ঞে, এর আর শব্দটা কমনে ! কি বলে বাবু ?

গোবিন্দ। বুঝতে পারিনি ! তোর মাঠাকরুণ এখন ত তার
বাপের বাড়ীতে ?

রাম। এজ্ঞে।

গোবিন্দ। তাকে তোর গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

রাম। [স্বগত] তাহ'লেই ত মোর মুন্সিল। [প্রকাশ্যে] তিনি
যদি না আসে ?

গোবিন্দ। তা' হলে ছলে বলে কৌশলে নিয়ে আসবি।

রাম। [ভাবিয়া] রাস্তা দিয়ে হেঁছড়াতে হেঁছড়াতে নিয়ে আসব নাকি ?

গোবিন্দ। আবে না। বেটা বুঝেও বুঝবে না। তাকে কোন রকমে ভিজিয়ে নিয়ে আসবি। জান্নে দিবিনে যে আমি তাকে আস্তে পাঠাইছি। বুঝি ? এমন একটা কিছু বানিয়ে বলবি যাতে সে না এসে আর থাকতে না পারে।

রাম। [ভাবিয়া] তবে বল যে বাবু কলেরায় মর মর !

গোবিন্দ। উছ। সে চালাকি বুঝতে পারবে। ‘মর মর’ বলে হবে না।

রাম। তবে বল, বাবু মবেছে।

গোবিন্দ। দূর বেটা। যা, তাকে দিয়ে হবে না। যদি এটা কঠে পার্টিস বাবা, তা লে তাকে পঞ্চাশ টাকা বকশিশ দিতাম।

রাম। এ্যা—তবে বল যে এই বেশখ মাসে বাবু বিয়ে—

গোবিন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক ! তাকে দিয়েই হবে। বেশ ! বেটার পেটে পেটে বৃদ্ধি।

রাম। এজ্ঞে হ্যা। কেবল সেটা তলায় পড়ে থাকে। একটু ঘাঁটিয়ে নিনেই হয়।

গোবিন্দ। ঘাঁটিয়ে নিনেই হয় বৃদ্ধি ! তবে তুই সকালে যাস। বেশ গুছিয়ে বলবি। কথা টথা আগে থেকে বানিয়ে নিয়ে যাবি বেশ করে’।

রাম। এজ্ঞে।—বকশিশের কথা মনে থাকে যেন কর্তা।

গোবিন্দ। তা থাকবে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান,— হাঁসখালিতে চুণি নদীর ধারে থেয়াঘাটের দোকান ।

কাল—অপরাহ্ন । রামকান্ত, নিতাই ও অর্জুন

নামা দুই জন হাঁসখালিবাসী উপবিষ্ট

ও তামাকুসেবনে বাস্ত ।]

রাম । বাল নেতাই ! তোদের গায়ে যে একটা জ্বর মেয়েমানুষ
আছে, তারে চিনিস ভাই ?

নিতাই । কে সে ?

রাম । আবে মুইও ত তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম । সেই যে ঐ
ঘোষপুকুরের কনাবাঘ তার বাড়ী । বয়স বছর ১৫:১৬ হবে । নামটা
কুনিছি গোলাপী । যেমন নাম তেমনি জ্বর দেখতি ।

অর্জুন । বুঝিছ বুঝিছ । ও সেই নাইতির মেয়ে ।

রাম । কোন্ মাইতি ?

অর্জুন । কে জানে কোন্ মাইতি । তাব ত এখানে ঘর নয় ।
কেন, সে তোব কি করেছে ?

নিতাই । তারে দেখল কেমনে ?

রাম । [গীত ।

ঐ গাচ্ছিল সে ঘোষেনের সেই ডোবার ধার দিয়ে,

ঐ অঁবগাছগুলোর তলায় তলায় কঁকে কনসী নিয়ে ।

সে এমনি করে', চেয়ে গেল শুধু মোরঙ পানে,

আর অঁপির ঠারে মেরে গেল—ঠিক এ—এখানে ॥

রাম । তার রং যে বড় ড়ই ফর্সা তারে পাব হয় না সুরসা
নিতাই ও অর্জুন । তার রং যে বড় ড়ই ফর্সা তারে পাবি
হয় না সুরসা } ' একত্রে '

রাম । তার জন্মে কচ্ছে রে মোর প্রাণ আনচান ।
নিভাঠি ও অর্জুন । তার জন্মে কবক যতহ প্রাণ আনচান ॥ } [একত্রে]

রাম । ও পরণে তার ডুরে শাড়ি মিছি শান্তিপুরে ,
- ই শান্তিপুরে ডুরে রে ভাঙ, শান্তিপুরে ডুরে ।
তার চক্ষু ছাট দাগর দাগর ঘন পটল চেরা ,
আর গদনটি যে -কি বলবে ভাঙ-সকলকার সেরা ॥
তার রং যে বড় উই ফসাঁ [হত্যাধি] ।
ই হাতে রে তার ঢাকাঠি শাঁখা পায়ে ঝাঁকা মল ,
আর মুখখানি যে একেবারে কচ্ছে ঢল ঢল ।
তার নাকটি ঘন ঝাঁশিপানা কপালটি একরত্তি ,
- এর একটা কথাও মিথো নয় -র-আগা গোড়া সতি
তার রং যে বড় উই ফসাঁ [হত্যাধি] ।
তার এলো চুলের কিষে বাহুর -আর বলবো কিরে
-তার হেঁটের নীচে পড়েছিল -মিথে বলিনি রে ,
মুই মিথো কবার নাক নঠরে -করিনিও ভুল ,
ও তার হেঁটের নীচে চুল রে ভাঙ হেঁটের নীচে চুল ।
তার রং যে বড় উই ফসাঁ [হত্যাধি] ।
তার মুখের ঠাঁ যে ভাঙি ছাট গোল গাল যে তার চ'
আর কি বলব মুই ওরে নেভাঙ । কিবে যে তার রং ,
স এমনি কোর চেয়ে গোল করে মন চুরি,
আর ঠিক এঠ জাযগায মেরে গোল নধানের চুরি ।
তার রং যে বড় উই ফসাঁ [হত্যাধি] ।

নিভাঠি । তা তাব সাথ আব পী'বতি করে' কি হবে ।

রাম । কেন ওরা ত কৈবস্ত ।

অর্জুন । তোরা তারে ঐবযা কস্তি সাব গিয়েছে না কি ? তা ত হবার
যো নেই ।

রাম। কেন ওরা কৈবৰ্ত্ত না ?

অৰ্জুন। কৈবৰ্ত্ত না কি আর বেরাক্ষণ ? ও কৈবৰ্ত্ত, ওর বাপ কৈবৰ্ত্ত, আর ওর ঠাকুর্দা—সেও বুঝি কৈবৰ্ত্ত !

রাম। তবে ওর সাথে মোর বিয়া হবে না কেন ?

অৰ্জুন। আরে ওর যে একটা সোয়ামী আছে। তুই কি ভাবিস যে ওর এতদিন বিয়া হয় নি !

রাম। বটে বটে। সে কথাটা ত এতদিন খেয়াল করি নি। ওর যে সোয়ামী আছে !

নিতাই। কোথায় ওর সোয়ামী ? সে কি আর আছে ? সে নিঃশুশ মরেছে। আজ আট বছর সে ফেরার। বেঁচে থাকলে সে কি আর এতটা দিন আসত না ?

রাম। [সাগ্রহে] বটে ! তবে ত বিয়া হয়।

অৰ্জুন। আরে বিধবার কি আর বিয়া হয় ?

নিতাই। তা হবে না কেন ? ঐ সে দিন কেঠনগরে বৈকুণ্ঠবাবুর—

অৰ্জুন। তার কি আর জাত আছে ? সে নতুন আইনে বিয়ে।

রাম। তা জাত না রৈল ত মোর এইটি। মুই তারে লয়ে ঘাশত্যাগ হতে পারি।

অৰ্জুন। বটে ! এত দূর ?

রাম। আরে তার এক চাহনির দাম হাজার টাকা।

অৰ্জুন। তুই ত তারে বিয়ে কর্স বলে' ক্যাপ্তি,—তবে সে বিয়ে কল্পে ত।

রাম। তাও ত বটে ! সেটা ত মুই এতদিনটা ভাবিনি। [ভাবিয়া]—তা তাকে রাজি কর্স।

অর্জুন। তা কর্কি করিস্। কিন্তু তার স্বভাব চরিত্রটা ভাল নয় বলে' রাখ্ছি।

রাম। তা মোর স্বভাব চরিত্রটাই বা কি এমন ধর্মপুত্রের
বুধিষ্টির মত।

নিতাই। তা সে ত আর এ গায়ে নেই।

রাম। [হতাশভাবে] এঁ্যা—তবে সে কোতায় ?

নিতাই। সে কোতায় চলে' গিয়েছে।

রাম। তবে! [পিছন দিকে দুই হাত দিয়া মাহুর ধরিয়া চিৎ
হইয়া হাঁ করিয়া রহিল।]

অর্জুন। সে শুনি ছগলি গিয়েছে চাকরি কর্তি!

রাম। [সোৎসাহে উঠিয়া] বলিস্ কি! মুইও ত সেথা থাকিছে।
এরেই ত বলে কপাল! [পরিভ্রমণ!]

অর্জুন। তারে কি আর সে সহরের মধ্যে ঢুঁড়ে নিতে পার্কি ?

রাম। তা দেখি কি হয়। ভাগ্গিস আজ তোদের দেখা পাই-
ছিলাম ভাই।

নিতাই। মুই উঠি।

অর্জুন। মুইও বাই। তবে রাম ভাই তুমি বসি রও, মোরা উঠি।

রাম। মুইও বাই।

[নিষ্কাশ]

ভূতীয় দৃশ্য

[স্থান—ভাগীরথীর একটি বাঁধান ঘাট । কাল—বিকাল]

গোলাপীর প্রবেশ ।

গোলাপী । এই ঘাটে একটু বসে' নেওয়া যাক । বাপ্ চন্দন-
নগর কি এখানে ? [ঘাটে উপবেশন] উঃ পা ধরে' গিয়েছে । দিদি-
মণি বলে থাক, এক দিন তোমাকে সঙ্গে করে' নিয়ে যাব' খনি । তা
আমার যেমন গেরো ! বল্লাম নিজেই গিয়ে দেখে আসি । খাসা গাড়ী
করে' যাওয়া যেত ।—বাঃ ! ঘাটে কেউ নেই দেখছি । বেশ হাওয়া
হচ্ছে । [গীত]

(বেহাগ—আডধেমটা ।)

সে কেন দেখা দিল রে	না দেখা ছিল রে ভালো,
বিজলির মত এসে সে	কোথা কোন্ মেঘে লুকালো ।
দেখতে না দেখতে সে	কাথা যে গেলরে ভেসে ;—
যেন কোন্ মায়ার সরসী	ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো ।
যেন কোন্ মোহন বাঁশিরে	সুমধুর জ্যোতনা মিশি--
বাজিতে না বাজিতে সে	জ্যোতনায় গেলরে মিশি ,
যেন বা স্বপনেতে কে	আমারে গেলগো ডেকে,
প্রভাত আলোরই সনে	মিশালো যেন সে আলো ।

[রামকান্তের প্রবেশ]

রাম । [অগত] হাঁ সেই ত বটে । মোর কি কপালের জোর !
বাঃ ! কি চেহারা, যেন একেবারে কেঁটনগরের বাদামে গুল্লি ! আর
গলাই বা কি—যেন শাক্তিপুরের খয়ে মোঘা । কি করে' এর সঙ্গে
আলাপ শুরু করি ? [ভাবিয়া] হাঁ হয়েছে । [প্রকাশ্যে] হেঁ গা !
তোমাদের এ সহরে গরু আছে ?

গোলাপী। [তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল] হাঁ আছে।
কেন ?

রাম। এঁা—এঁা—তাদের কটা করে' শিং ?

গোলাপী। 'আরে মলো !—গরুর আবার কটা করে' শিং থাকে !

রাম। [সরিয়া আসিয়া] এঁা—তাঁই জিজ্ঞেসা করছিলাম।
[নিকটে উপবেশন]

গোলাপী। 'তা' করছিলে 'ত' করছিলে। 'অত' কাছে ঘেঁষে বস কেন ?

রাম। এঁা [ভাবিয়া] 'আর' বলছিলাম তোমার গলাটি 'ত' খাসা
['আরও' সরিয়া আসিল]

গোলাপী। 'খাসা' 'ত' 'খাসা'। 'তা' 'তো'র 'তাতে' কি 'বিট্কে'লে
'মিন্‌সে' ?

রাম। 'না' 'তাঁই' 'বলছিলাম'। 'মুঠ' 'ওস্তাদ' 'মাতুষ' কি 'না'।
সংবাদগলেই 'বতন' 'চেনে'।

গোলাপী। 'আবে'। 'এ' 'ত' 'বড়' 'মন্দ' 'নয়'।—'ওস্তাদ' 'মাতুষ' 'হস্' 'না'
'হস্' 'তাতে' 'আমার' কি ?—'অত' 'ঘেঁসে' 'বস্‌লে' 'ভালো' 'হবে' 'না' 'বলছি'।

রাম। 'আজ' 'বাগো' 'কেন' 'ভাই' ? 'তোমার' 'সঙ্গে' 'ত' 'এই' 'নতুন'
'দেখা' 'নয়'।

গোলাপী। 'তো'র 'সঙ্গে' 'আবার' 'আমার' 'কবে' 'দেখা' 'হোল' ?—
'আরে' 'মোলো' !

রাম। 'কেন' 'সেই' 'ইঁসখালিতে' 'বোম্বের' 'পুকুরের' 'ধারে'।

গোলাপী। [স্বগত] 'এ' 'আমারে' 'চেনে' 'দেখছি' [প্রকাশ্যে] 'তা'
'হইছিল' 'ত'—'হইছিল'। 'তা' 'এথেনে' 'কি' ?

রাম। 'এথেনে' 'মুঠ' 'আজ' 'আইছি'—'যাব' 'নীলরতন' 'চাটুখোর' 'বাড়ী'

—পথে তোমায় জাখলাম, পুরোণ আলাপী নোক—তাই ভাবলাম ছটো কথা কয়ে যাই।

গোলাপী। [স্বগত] এ যে দিদিমণির বাড়ীই যাচ্ছে [প্রকাশে] সেখানে কেন যাচ্ছ ?

রাম। মোদের মাঠাকরুণকে আস্তি। বাবু পেঠিয়েছে !

গোলাপী। তোর বাবুই বা কে আর তোর মাঠাকরুণই বা কে ?

রাম। বাবু কে ? তা জানো না ! কেঠুনগরের গোবিন্দ মুখুযো ! তাঁরে না জানে এমন মানুষ কটা ? মোর মাঠাকরুণ তাঁরই ইস্তিরি—নীলতরন বাবুর বড় মেয়ে।

গোলাপী। [স্বগত] তবে ত সত্যিই এ বড় দিদিমণির খন্তর-বাড়ীর চাকর [ভাবিয়া] না, একে চটান হবে না দেখছি।

রাম। ভাবছ কি—ঠাকরুণ—একটা গান শুন্বা !

গোলাপী। শুনি।

রাম। [গীত] (পূর্ববী—আড়া ।)

ছিল একটি শেয়াল-

তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল-

আরে সে নিজে বসে বেড়ে, ঢাকা কড়ির চিস্তে ছেড়ে-

গাচ্ছিল [উঁচু দিকে মুখ কোরে]—এই পূর্ববীর খেয়াল।

[তান] ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া, হুয়া, ক্যা হুয়া রে ক্যা ক্যা ক্যা।

গোলাপী। [কাণে হাত দিয়া] বাপ্প্রে মোলাম ! তোমার আর গাইতে হবে না।

রাম। দেখলে ?

গোলাপী। শুনলাম বটে। বেশ গান।

রাম । তবুও সেটা গাই নি ।

গোলাপী । সে আবার কোনটা ?

রাম । তবে শোন । [গীত ধরিল] ।

তোরে না ফেরে রে মোর- আশা, হয় দিনে পড়ে-

বার পঁচিশ চান্দপারা ঐ মুখখানি তোর মনে পড়ে ।

যেমন মুই উঠি ভোরের'-

পূবে চাই পশ্চিমে চাই, কোথায় জাগিলে তোরে

স্তেগন শ্রাব বেঁদে উঠে, ভেট ভেট কোরে

বলতে কি--তখন রে মোর জানটা আর থাকেনা ধড়ে ।

যেখন গো বেলা ছকুর-

বেড়াল হয়ে দেখি যেন তোরে আর সেই পানা পুকুর ,

পরে জাপি হয়ে শুধু কলে কুকুর,

স্তেগন মোর দুঃখের দুঃখের পরাণ যে কেমন করে ।

বিকলে নেশার ঝাঁকে,-

মনে হয় আঁধারগাছতলায় যেন পরাণ জেগেছে তোকে

পরে আর জাগতি পাইনে সাদা চোখে

স্তেগন মোর গলার কাছটা কি যেন রে এঁটা ধরে

রাগিরে বুকের ঘোরে

স্বপ্নে মুই জাপি তোরে তার পরে দম ভেঙ্গে, ওরে--

টুটে ফের পড়ি মেঝের ধড়াস কোরে,

কলাগাছ পড়ে যেমন চৈধ্যি কি আশ্বিনের ঝড়ে ।

বটে তুই থাকিস দরে,-

থাকনা তুই পাবনা জেলায় আর মুই থাকি হাজিপুরে,

তবু জান উজান্ চলে কিরে ঘুরে,-

যেখাই র'স তোরই জন্তে মোরি মাথার টনক নড়ে ।

রাম । কেমন !

গোলাপী । বেশ !—তোমার এত পীরিত কার সঙ্গে হোল ?

রাম । তবে বল্বে সত্যি কথাটা ?—তোর সাথ গোলাপী, তোব সাথ । যে দিন মুই তোরে, সেই ঠাঁসখালির ডোবার ধারে জাখিছিলাম সে দিন থেকে [করুণস্বরে] কি বল্বে গোলাপী, মুই মরে' বেঁচে আছি তোব যে কত তল্লাস করিছি, তার আব কি কইব মু' [চক্ষু মুছিল]

গোলাপী । তা আমার সঙ্গে পীরিত করে' কি হবে ? আমার সে সোয়ামী আছে ।

রাম । মোর কাছে কেন আব ঢাকিস্ গোলাপী ? তোর স্বামী ৭ নশ বছর ফেরার । সে কি আর আছে ? সে মরেছে ।

গোলাপী । তা' হলেও বিধবার কি বিয়ে হয় ?

রাম । তা হয় আজকাল নতুন আইনে মুই শুনিছি । মোদে কেপ্টেনগরে তা হয়েছে—কি বলে—বিজ্ঞেসাগরের মতে ।

গোলাপী । তা' হলে বে জাতে ঠেলা কক্কে লোকে । নহলে তোমানে বিয়ে কর্ত্তে আর কি ?

রাম । [আবার করুণ স্বরে] তা করুক, তোবে নিয়ে আ' গ্যাশতাগী হব গোলাপী ।

গোলাপী । [সম্মিতমুখে] কেন তোমার এত দিনে বিয়ে হইনি ?

রাম । বিয়ে কোথায় ? একবার কোন্ ছেলেবেলায় হইছিল—ভুলে গিইছি ! হুঁঃ সে আবার বিয়ে !

গোলাপী । কেন ? সে বো কোথায় ?

রাম । আরে রাম ! সে আবার বো ! সে মরেছে ।

গোলাপী। কিসে মলো ?

বাম। কিসে আবার। অপঘাত।

গোলাপী। কি ? বজ্রাঘাত ?

বাম। বজ্রাঘাত নয় চপেটাঘাত—[একটু হাসিল, ভাবিল ভাবি রসিকতা কবিয়াছে]

গোলাপী। সে কি রকম ?

বাম। এ—তা তোর কাছে আব মই মিথো কটব কেন ? তুই আব মই এখন ত এক জান। কেবল মড আলাল। তবে যদি তুই কাউকে না বলিস—

গোলাপী। [সকৌতুহলে] না কাউকে বলব না —

বাম। তবে শোন। আমার বিয়ে হয় স্বস্তামুটা পরগণায় ত্রিষ্কণ্ডে গাঁয়ে— কি ?

গোলাপী। না একটা পিঁপড়। তাব পব ?

বাম। তার পবে এক দিন কি কথায় কথায় মত তাব বগে এক চড দেলাম। যে দেওয়া, আব সেই সে ঘূবে পডল। আব যে পডা, সেই মবা। মোব শালা বসে যে, মোব স্বস্তর পুলিশ ডাকতে গিয়েছে। এই শুনেই মই চম্পট। কি—চমকালি যে ?

গোলাপী। না না। তোমার স্বস্তবেব নাম কি ?

বাম। গোকুল মাঠিতি। শালাব নাম নীলমণি।

গোলাপী। তোমার নাম ?

বাম। মোর আসল নাম বেচাবাম। কিন্তু সেই দিন ত'তে মই নাম ভাঁড়িয়ে হলাম বামকাস্ত।

গোলাপী। এ কথা সত্যি ?

রাম। তোর গা ছুঁয়ে বলছি। সে বৌ মরেছে। মুই পুলিশের ভয়ে ফেরার হয়ে কেইনগরে গোবিন্দ বাবুর বাড়ী নকরি নেলাম। নৈলে মোর বাপ বড়মাইনষ। নকরি না কল্লৈও চলে। কি উঠিস্ যে গোলাপী! মোরে পুলিশ ধরিয়ে দিবি না কি? না গোলাপী, মুই তোর পায়ে ধরি, ধরিয়ে দিস্নে। [এই বলিয়া সে গোলাপীর পায়ে ধরিতে গিয়া ভুলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল]।

গোলাপী। না না ছাড় ছাড়। ধরিয়ে দেব কেন? [স্বগত] তবে ত দেখ্ছি এই ত আমার ফেরার স্বামী। [প্রকাশ্যে] তুমি যে আমাকে বিয়ে কর্তে চাচ্চ, তা আমি কার মেয়ে, আমার স্বভাব চরিত্র কেমন, এ সব না জেনে এক অজানা অচেনা মেয়ে মাতৃশব্দকে বিয়ে কর্কা?

রাম। সত্যি কথাটা কি, মুই শুনেছি যে তোর স্বভাব চরিত্রেরটা ভালো নয়। তা মোরই বা সেটা এমন কি ভালো? তোরে মুই এমনি ভালোবাসি যো ও সব ভাববার সময় নেই। তোরে মুই সাদি না কল্লৈ মোর জ্ঞান যাবে।

গোলাপী। তুমি এপেনে মাঠারুণকে নিতে এসেছে। কবে ফিরে যাবা?

রাম। সত্যি কথাটা কি? মাঠারুণ বাড়ী থেকে রাগ করে' চলি আইছে। বাবু ত তার আসার পরে আন্দাজ তিন মাস খুব নাতি' খাতি' নাগ্লে। তার পর একদিন মোরে কয় 'রামকান্ত!' মুই কই 'এজ্জ'। বাবু বলে 'রাম তোমার একটা কাম কর্তি হবে বাবু', মুই কই 'কি কাম?' বাবু কয় 'এই ইস্তিরিকে তার বাপের বাড়ী থেকে ফিকির করে' নিয়ে আস্তি হবে। মুই ত তাতে নারাজ—সে এক

দজাল মেয়ে। মুই তো ঘাড় নেড়ে কই ‘তাই ত—সে বড় শক্ত কাম, মুই কত্তি পারব না।’ তার পর কি না বাবু কয় ‘যদি বাপু এটি কত্তি পার ত তোমারে পঞ্চাশ টাকা বক্শিশ দেব।’ তেখন মুই কই ‘বাবু—হেঁ হেঁ রামকান্তর অসাধি কি—এ ত সোজা কথা।’ তার পরে মুই এমন এক ফিকির বাবুকে বল্লাম যো বাবু কয়, ‘বেশ বেশ রামকান্ত বেঁধে থাক্ বাপু।’

গোলাপী। কি ফিকির?

রাম। তা তোরে আর কইতি কি—মুই বল্লাম যে মাঠাকরুণকে বল্বে যে বাবু আর একটা বিয়া কত্তি যাচ্ছে! তা’লে কি আর মাঠাকরুণ ছদ্মগু নিচ্চিস্তি হয়ে থাক্তি পার্বে?

গোলাপী। তোমার খুব বুদ্ধি ত।

রাম। হঁ হঁ—মুই এখনি সেথা বাইছি। কালই বেহানে মাঠাকরুণকে বাবুর ওয়ানে নিয়ে গিয়ে বক্শিশ আদায় করে’ তবে নিচ্চিস্তি। বাবু নোক ভাল! যো কথা একবার দেয় তার লড়চড় হবার যো নেই।

গোলাপী। তবে ও ভালো। তবে কাল আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল! সেখানে গিয়েই বিয়ে হবে’ খুনি।

রাম। তা আর কৈতে আছে! আর মুই অনেক টাকা জমিইছি—

গোলাপী। মোর বিয়ের পর আব নকরি কত্তি হবে না।

রাম। না।

গোলাপী। বটে কত টাকা?

রাম। তা মুই কইতি পারি না। এক মহাজনের কাছে রাখছি। সে মোর বড় দোস্ত।

গোলাপী। বটে! —তবে আর কি তুমি এখন যাও, আমিও যাই।

কাল সকালে আমি কাপড় চোপড় নিয়ে নীলরতন বাবুর বাড়ীতে তৈরি থাক্‌ব।—নীলরতন বাবু বাগা বদলেছেন জানো ?

রাম। তুই তাঁদের চিনিস না কি ?

গোলাপী। চিনি বই কি ?

রাম। তবে ফিকিরটা বলে' দিস্নে যেন তাদের।

গোলাপী। আঃ রাম! তাও কি হয়। আমি হব তোমার স্ত্রী।

রাম। তা নীলরতন বাবু বাগা কোত' করেছেন ?

গোলাপী। ঐ নতুন বাজারে চৌরাস্তার সম্মুখে। লোককে জিজ্ঞাসা করেই বলে' দেবে' খুনি—ঐ রাস্তা দিয়ে বরাবর পশ্চিমে চলে' যাও।

রাম। আচ্ছা তবে মুই যাই। মনে থাকে যেন গোলাপী।—[পরে সাদরে গোলাপীর গলদেশ ধারণ করিয়া। তবে গোলাপী ?

গোলাপী। কি ?

রাম। একটা—

গোলাপী। ছাড ছাড ঐ ঘাটে লোক আসছে। [রাম গলদেশ ছাঁড়িয়া দিল।

রাম। তাইত—তবে মুই এখন যাই। [সতৃষ্ণমনে গোলাপীর প্রতি বারবার চাঙিতে চাঙিতে দৃষ্টি।

গোলাপী। কি আশ্চর্য্য! এতদিন পরে ফেরার স্বামী সঙ্গে এখানে কি না জগলিতে সাক্ষাৎ!—ও এখনো জানেনা যে আমি ওর স্ত্রী। এখনো বলা হবে না। একটু মজা কর্তে হবে ওরে নিয়ে। যাই ছোট দিদিমণিকে সব বলিগে যাই! ওর অনেক আগে আমি যাব' খুনি—ওরে যে ভুল রাস্তা বলে' দিইছি। লোকটা স্বার্থমূর্থ বটে,

কিঞ্চ সরল ধাতুর মাহুব। ফের পে' নেহ। আর ও যে রকম
মজ্জছে, ও আমার হাতের পুতুলটি হয়ে থাকবে। আনিও ঐ রকম
বোকা সবল লোক ভালবাসি। তাদের বেশ খেলানো যায়। আগে
বেশ একটু ঘোল খাওয়াতে হবে। তা'র পরে শোধ বোধ। যাহ
বেলা গেল। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

[হান নীলরতন চট্টোপাধ্যায়েব অন্তঃপুৰ। কাল—সন্ধ্যা।

নিম্মলা, চপলা ও ঠাহাদের প্রতিবেশিনীদ্বয় প্রমদা

ও সাবদা একটি বিজ্ঞানায় বসিয়া তা'স

খেলিতে নিযুক্ত।

চপলা। | তা'স কুড়াছা | এবার এসে'—বিস্মি—

প্রমদা। | তা'স তুলিয়া | আমাবও বিস্মি—

চপলা। তোমাব ও ছুটো বিস্মি বোপ দাও।—কি বড ?

প্রমদা। সা'হেব বড

চপলা। তোমাব বিস্মি পেলো না। আমাব বিবি বড।

প্রমদা। পেলাম না।—আমাব যে সা'হেব বড—

চপলা। হলেহ বা সা'হেব বড। সা'হেবেব দেখে আজ কাল বিবি
বড। বিস্মাস না হয় কল্কা'তায় শেডেব মাঠে দেখে এস গিবে। তোমার
বিস্মি পাবে না

প্রমদা। তোমাব কথা'য় ন কি ?—আমাব বিস্মি বৈল। বলে'
রাখলাম কি—

সারদা। আর তকুরারে কাজ কি? আমার হাতে ইস্তক পঞ্চাশ।—এই দেখ [তাস দেখাইলেন]

চপলা। [হতাশভাবে] ইস্তক পঞ্চাশ!—আচ্ছা পেল।

সারদা। তবে ধর পঞ্জা।

চপলা। পঞ্জা ধরবে কি? ইস্তক পঞ্চাশের কাগজে পঞ্জা হয় না।

সারদা। মাইরি!—চাঁদবদনি!—ধর পঞ্জা [পঞ্জা ধরিলেন]

চপলা। ধরবে?—ধর!—তুমিও ধর, আমিও ধরি। এস ধরা ধরি করে' তুলি [উঠাইয়া দিলেন]

প্রমদা। এ কি ভাই জোর না কি? [পঞ্জা ধরিল]

নির্মলা। কি করিস্ চপল খেলে যা না। ধরলেই বা পঞ্জা।

সারদা। দেখ দেখি!—সব রকম জ্যোঠা সওয়া যায় ভাই মেয়ে জ্যোঠা সওয়া যায় না। লেখাপড়া শিখলে সব মেয়েই এই রকম জ্যোঠা হয় নাকি?

চপলা। আচ্ছা তোমাদের পঞ্জা দিলাম। ভয়ই বা কি?
. আমরা ছাড়া ধর।

[গোলাপীর প্রবেশ]

গোলাপী। ছোটদিদিমনি, একবার এদিকে আসুন ত একট দরকারী কথা আছে।

নির্মলা। রোস যাচ্ছে।

চপলা। শুনেই আসিনে কি কথা! তোমরা ততক্ষণ তাস দাও। [গোলাপীকে] আচ্ছা চল ঐ পাশের ঘরে [গোলাপীব সহিত প্রস্থান] [প্রমদা তাস দিতে লাগিলেন।]

প্রমদা। চপালের আর সব ভালো, কেবল একটু জোঠা।
মেয়েমাহুব নরম সরম না হলে ভালো দেখায় না।

সারদা। তারই জন্তে ত আমি মেয়েদের অমন জুতো নোজা
পায়ে দিয়ে যেখানে সেখানে হেঁটে বেরোনা পছন্দ করিনে।

নির্মলা। এখনও নিতান্ত ছেলে মাহুব কি না—আমার
চেয়েও চার বছরের ছোট।

প্রমদা। তোমার বয়স কত ?

নির্মলা। এই ১৭ বছরে পড়িছি।

সারদা। নে ভাই আর জালাসনে। তোর বয়স ২১ বছরের
এক দিনও কম নয়। আর চপলও ১৬ বছরের হবে। তবে
দেখার বটে ছেলে মাহুব। বয়স সকলের বাড়ছে বৈ ত আর
কমছে না দিদি।

প্রমদা। হ্যাঁ, আমারই বয়স প্রায় ডেড় কুড়ি হাতে চল্লো।
অথচ সারদা দিদি ত আমাকে জন্মতে দেখেছে বলেই হয়।

সারদা। দেখ প্রমদা, তোর আর রঙ্গ দেখে বাঁচা যায় না।
তোর বয়স ডেড় কুড়ি হোক, দু কুড়ি হোক, আমার বয়সের কথা
তুই কসনে বলছি। ছুঁড়ির আশ্পর্ক দেখ না।

নির্মলা। চপলা কোথায় গেল ? [হাতের তাস দেখিতে ব্যস্ত ।]

[রামকান্তের প্রবেশ]

রাম। [সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া নির্মলাকে] মাঠাকরুণ !
পেরনাম হই।

নির্মলা। [চমকিয়া] কি রাম কোথেকে ?

প্রমদা। এ আবার কে ?

সারদা। [নির্মলাকে] তোর খণ্ড বাড়ীর লোক বুঝি।

নির্মলা। ই্যা। [রামকে] বাড়ীর সব ভালোত ?

রাম। ভাল ত। তবে কর্ত্তা ত রেগে একটা নতুন বিয়ে কর্ত্তি যাচ্ছে।

প্রমদা। বলিস্ কি ?

সারদা। [নির্মলাকে] এ ক্ষেপা না পাগল ?

রাম। [সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া] তিনি ত আপনানে খরব দিতে চায় না। মুই আপনা থেকে আলাম। ভাবলাম সেটা কি ভাল হয় ?

প্রমদা। বলিস্ কি ? বাবুর আবার বিয়ে ?

সারদা। পুরুষগুলোর কি লজ্জা সরম কাণ্ড জ্ঞান নেই ? কবে বিয়ে ?

রাম। এই দোসরা বশেখ। বাড়ীতে ঘটা টটা হবে না। কেবল বিয়ে।

প্রমদা। পাত্তী কোথায় ঠিক হোল ?

রাম। মেয়েটা ঐ পাবনা জেলায় কি বলে—ঐ এক—কে যে হাকিম আছে—হাঁ হাঁ মহেশ ভাণ্ডারিয়ার মেয়ে। মেয়েটা দেখতে যেন যেম।

প্রমদা। বাবু আবার বিয়ে কর্ত্তে গেল কেন ?

রাম। তাই মুই কি কর্ব। কত মানা কল্লাম। বাবু শোনে না।

প্রমদা। সম্বন্ধ করে' দিল কে ?

রাম। ঐ কে—[মন্তক কণ্ঠন করিতে করিতে] তার নামটা খেরাল হচ্ছে না। সে সে দিন তিন ঘণ্টা ধরে বাবুকে ভজালো। বজ্জ, বাবুর এতিন পরিবারে ত কোন নাতি-পুতি হল না। কুল

রাখে কে?—মেয়েটা শুনি খুব করসা। বাবু তারে দেখেই পুরুত
ডেকে দিন ঠিক কল্প—এই দোসরা বশেখ।

সারদা। আজ কোন্ তারিখ। ২০এ চৈত্রির না?

প্রমদা। গায়ে হলুদ এখনো হয় নি? [নির্মলাকে] তুমি দিদি
কালই চলে' যাও। কথাটা ত ভালো নয়!

নির্মলা। আমি নিজে থেকে প্রাণ গেলেও সেখানে যেতে পার্ক
না। আমি গলায় দড়ি দেব। আত্মহত্যা করব।

প্রমদা। তা স্বামীর বাড়ী ত নিজের বাড়ী। নিজে থেকে
গেলেই বা?

সারদা। তা'ও কি হয়! সেই যে ছবি পাঠানো হইছিল?
তাই দেখেই বা রেগে মেগে বিয়ে করবার মতলব করেছে—কে জানে?

[চপলার প্রবেশ]

নির্মলা। দেখ্‌দ্বিখি চপল তুই কি কর্তে কি কল্পি! সেই ছবি
গেয়ে উনি আর এক বিয়ে কর্তে যাচ্ছেন। এই চাকর নিজে
থেকে খবর দিতে এয়েছে। তুই ত সব গোল পাকালি ভাই।
[ক্রন্দনোপক্রম]

সারদা। জানি ও সব ইঙ্কলে পড়া মেয়েদের সবই বিদ্যুটি।

প্রমদা। একটু পড়তে শিখে ভাবে যেন সংসারে সব জানে।
তুইই ত ভাই এই গোলটা পাকালি।

চপলা। [সম্মিতমুখে] তুমি কিছু ভেবনা দিদিমণি; কিছু
গোলোযোগ হইনি। [রামকে] তোমার নাম রামকান্ত?

রাম। একে!

চপলা। কে আছ এখানে, পুলিশ ডাক। শ্রীঘ্যির পুলিশ ডাক।

রাম। : [সম্বন্ধে] এজ্ঞে! বাবু বিয়ে করি যাচ্ছে ত মুই কি করব?

চপলা। আমাদের সঙ্গে চালাকি! তোমার নাকী নাকর সব জানি। তোমার আদত্ত নাম যেচরাম—নয়?

রাম। [সম্বন্ধে] এ—এজ্ঞে। কেমনে জানলে?

চপলা। এত দিন ফেরার ছরে নাম তাঁড়িয়ে লুকিয়ে ছিলে, বটে! তার ওপর আমাদের কাছে মিছে কথা?—বাবুর বিয়ে না? পুলিশ ডাক বলছি কেউ। ফেরারী আসামী পাওয়া গিয়েছে, ছাড়া হবে না। রোস, তোমার চপ করে খাব। এই যে আছে একে বাধ আর পুলিশ ডাক।—বাবুর বিয়ে?

রাম। [কম্পিত বেহে সরোদন স্বরে] এ—এজ্ঞে—না—না—মুই সত্যি বলছি। মোরে পুলিশে দিও না।

চপলা। একনি বল। বাবুর বিয়ে?

রাম। এজ্ঞে না।

চপলা। তবে একনি মিথ্যে বলছিলি কেমন?

রাম। এ—এজ্ঞে—বাবু বলতি বলে' দিইছিল।

চপলা। তোরে এখানে কে পাঠিয়েছে?

রাম। এ—এজ্ঞে—বাবু।

চপলা। কেন?

রাম। মা ঠাকুরকে নিতি। বাবু করে দিল যে তোরা মা ঠাকুরকে ছল করে' নিরে আসতে পারিস, যাতে মাঠাকুর না জাস্তি পারে যে বাবুই তারে জাস্তি নোক পাঠিয়েছে? মুই বললাম, না বাবু মুই মিথ্যে কইতি পার্ক না। আর মাঠাকুরের সাথ চালাকি কি করি পারি, তা বাবু ছাড়ে না। মুই ব্যাখ্যাম, রাম মাসেও

মরিছি, রাবণ মাজেও মরিছি। কি করি? বাবু যা বললে তাই কর্তি রাজি হলাম।

চপলা। [নির্মলাকে] নেও দ্বিধিমণি হল !

নির্মলা। [প্রসন্ন] বটে। আমার সঙ্গে এত দূর চালাকি, তাকে একটু জব্ব কঠে পারিস্ চপল ?

প্রমদা। তা'লে যেমন কুকুর তেমনি মুণ্ডর হয় বটে।

চপলা। সে ভার আমার। তাঁকে বেশ ছুই এক চুবনি দেওয়া যাবে' থনি! [রামকে] দেখ্ তো'র মূনিবের সঙ্গে একটু জো'র চালাকি খেলতে হবে।

রাম। মূনিবের সামনে মুই মিথ্যে কইতি পার্ক না।

চপলা। ভারি সত্যবাদী! তো'র মাঠাকরুণ সাক্ষাতে সটাং মিথ্যে বলি—আর বাবুর সাক্ষাতে মিথ্যে বলতে পারিস্ নে!—নইলে পুলিশে দেব, মনে থাকে যেন।

রাম। [পুনর্বার কম্পিত] এজ্ঞে তবে যা কর্তি কও তাই কর্ক।

চপলা। আচ্ছা কি বলতে হবে, পরে বল্ব থন। এখন যা!

রাম। [যাইতে যাইতে] গোলাপীর শেষে এই কাজ। এখানে এসে সব কথা ফাঁস করে' দিয়েছে। আগে তার সাথে দেখা হোক। পরে তার সাথে বুঝোপড়া আছে।

[প্রস্থান।

নির্মলা। [চপলাকে] কি ক'রে জব্ব করা যায়?

চপলা। ব্যস্ত হও কেন? দেখোনা তো'মার সামনেই তাঁরে বেশ বোল খাওয়াব, আর তেড়া বানাব।

[পটক্ষেপ।

শপথম দৃশ্য

[স্থান—কৃষ্ণনগরে গোবিন্দের শয়ন-ঘর ।

কাল—প্রথমরাত্রি । গোবিন্দ একটা টুলের উপর
বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন]

গোবিন্দ । রামা বেটার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না যে ।
বেটা রাক্তার নিশ্চয় মরেছে । সত্যি সত্যিই স্ত্রীর জন্তে আমার মনটা
কেমন কচ্ছে । ইন্দু আজ আবার চিঠি লিখেছে যে, তার আবার হঠাৎ
জ্বর বিকার হইছিল তবে বাঁচবার আশা এখনও আছে । সত্যি
না কি ! যাহোক্ তাহোক্, সে এলে বাঁচি । একবার নিজেই যাব
নাকি !

[বালকবেশে চপলার প্রবেশ]

গোবিন্দ । কি হে ছোকরা, কথাবার্তা নেই, তুমি যে একেবারে
হন্ হন্ করে' শোবার ঘরের মধ্যে চলে' আস্ছ ।

চপলা । [সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া একেবারে কোণে গিয়া
ছাতি রাখিয়া বিছানার উপবেশন] এঃ জুতোটা ভারি আঁটো হয়েছে ।
এই কে আছি—জুতোটা খুলে দেত—আপনার নাম গোবিন্দ বাবু !
ভদ্রলোক এল, পান আস্তে বলুন না । না আমি তামাক খাইনা ।
উঃ ! কিদেও পেয়েছে । এখানে কে আছে ? ঝি, ও ঝি !

[ঝির প্রবেশ]

চপলা । বেথু, এক সের খুব ভালো সন্দেশ, এক পোয়া
আমি—যেন পচা না হয়—বাজারের কচুরি আমি খাই না

ঠাকুরকে বল যে, শীগগির খান কুড়িক লুচি ভেজে এনে দেয়।
শীঘ্রই চাই। আর আট পরস গোলাপী ধিলি। [গোবিন্দকে]
ঘরে বোধ হয় ভালো আঁব নেই? গোটা দুই ভালো নেংড়া
পাস্ যদি নিয়ে আসিস্।—নতুন উঠেছে টাকার চারটে করে’—
শীঘ্রই নিয়ে আয়। [গোবিন্দকে]—একটা টাকা দেন ত।
বাঃ! এই বালিসের নীচে টাকা রয়েছে যে। এই নে [বলিয়া একটা
টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিলেন]

ঝি। এ আবার কে রে? বাবুর সম্বন্ধি বুঝি। [টাকা লইয়া
প্রস্থান]

চপলা। আপনার বাড়ীটি ত বেশ। ক’টা ঘর? খাসা বারান্দা
আছে দেখছি। [উঠিয়া পরিভ্রমণ] বাঃ খাসা খোলা ত। দক্ষিণ দিক
এইটে না! এখানে একটা জানালা বসিয়ে নেবেন।

গোবিন্দ। [তিনি এতক্ষণ অবাক হইয়া বালকবেশী চপলাকে
দেখিতেছিলেন, এখন বাক্যযন্ত্র পরিচালনাক্রমে হইয়া কহিলেন] আ—
আপনার নাম?

চপলা। পশ্চিমদিকেও ছোট একটু বারান্দা আছে দেখছি। ওটা
কি? বাজার না? এখেন থেকে কলেজ কত দূর? কি? আমার
নাম জিজ্ঞাসা কচ্ছেন। আমার নাম শ্রীহৃদয়নাথ চৌধুরী—

গোবিন্দ। [স্বগত] চেহারা দেখেও নামটা হৃদয়নাথ হৃদয়নাথ
বলেই বোধ হচ্ছে। বেশ মোলারেম চেহারা খানি।

চপলা। আপনি বোধ হয় আমার মাথায় এত বড় পাগড়ি দেখে
আশ্চর্য্য হচ্ছেন। এ পাগড়ি স্বয়ং আকবর সা—আকবর সার নাম
অবশ্যই শুনেছেন—তিনি নিজের হাতে আমার প্রপ্প্রপ্প্র পিতামহকে

কটা 'প্র' হলো! ৬টা ত? তা'লেই হয়েছে—অর্থাৎ আমার এক পূর্বপুরুষকে দিয়ে যান। তার পর ১৭৯৭ সালে নবাব আলিবর্দি খাঁ আমার প্রাণ পিতামহের কাছে থেকে রামনগরের যুদ্ধে তাঁরে হারিয়ে এটা কেড়ে নেয়। পরে আর এক যুদ্ধ হয়—সেটা বুঝি রাবণপুর—সেখানে তিনি আলিবর্দিকে হারিয়ে এটা ফিরে পান। তার পর থেকে এ পাগড়ি বরাবর আমাদের বাকীতে আছে। একবার নবাব খাজা খাঁর এটির প্রতি লোভ হয়। তা নিতে পারেন নি।—আমার প্রপিতামহ রাজা প্রচিন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বাহাদুরের সঙ্গে প্রতাপগড়ে তাঁর যুদ্ধ হয়। তাতে তিনি হটে' যান। একটা গুলি তাঁর ডান চোখে লাগে, তাতেই তিনি ক্রাণা হয়ে যান। বোধ হয় জানেন, নবাব খাজা খাঁর এক চোখ কাণা ছিল।

গোবিন্দ। [অনমনস্কভাবে] না, সেটা আমি অবগত নই।

চপলা। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। এক বেগম তিনি আমার পিতামহ ৮রামরতন চৌধুরীকে দিয়ে যান। আর একটি বেগমের বিষয় ইতিহাসে কিছু লেখে না।—বাঃ! পান সাজা রয়েছে যে—তা এতক্ষণ রন্ধতে হয়। না, আপনার উঠতে হবে না—আমিই হাত বাড়িয়ে নিচ্ছি। [একটি পান লইয়া চর্ষণ] বাঃ! সর্ব্ব্বং রয়েছে—পানটা আগে খেয়ে কেল্লাম! আমার বাড়ী কোথায়, তা জান্তে বোধ হয় আপনার কোতুল হচ্চে। সে শুন্লে আপনি আশ্চর্য্য হবেন। আমার জন্ম হয় ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে। ম্যাডাগাস্কার কোথায় জানেন? ইটালি বলে' যে একটা সহর আছে, তারই ঠিক একবারে ধারে। উত্তর দিকে।—না না, উত্তরপশ্চিম কোণায়। সেখান থেকে দেখা যায়। আমার বং তাই এত দূর। সেখানে আমার মা প্রতি

রহস্য একবার করে' যান। সেখানে এখনও আমাদের একটা বাড়ী আছে।

গোবিন্দ। কিন্তু এ দৌনের বাড়ীতে হঠাৎ—

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ! এখানে এইছি কেন? কেন' তাতে আপনার আপত্তি আছে? আপনার কাছে একটু প্রয়োজন আছে। বলছি—হাঁফ জিরিয়ে নেই আগে। যে ঘুরিছি আজ! কোথায় কুম্বনগর, কোথায় হুগলি।—আপনার স্বপ্নবাড়ী জুগলি না? আমি সেখান থেকেই আসছি। আপনার স্বপ্নর আমাদের তালুকদার, তা বোধ হয় জানেন?

গোবিন্দ। না, সেটা এত দিন জানা ছিল না।

চপলা। বাবা আমার জমিদারী কাজ শেখাবার জন্ত বলেছেন যে, আমায় নিজের খাজনা আদায় কর্তে বেরোতে হবে—তাই আমি বেরিয়েছি। আমার উদ্দেশ্য দেশ দেখে বেড়ান, আর আপনার মত দশজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করা। বাবা ভারি কড়া লোক। খাজনা কারও বাকি থাকবার যো নেই। বাকি হইলেই ডিক্রি জারি। আপনার স্বপ্নরালয়ে খাজনা আদায় কর্তে গিইছিলাম। তা কাল সেখানে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা হওয়ারতে সব খাজনা বকেয়া হয়ে গেল। বাড়ীতে এমন দুর্ঘটনা, কি করেই বা খাজনা চাই? কিন্তু এক হপ্তা পরে আবার যেতে হবে। তখন আপনার স্বপ্নর খাজনা দিতে না পারলে আমার তাঁর নামে ডিক্রিজারী কর্তে হবে। বাবার ভারি কড়াকড় হকুম। কি কর্ত্ত বলুন।

গোবিন্দ। [উৎকণ্ঠিত স্বরে] তাঁর বাড়ীতে কি দুর্ঘটনা হয়েছে বলতে পারেন?

চপলা। তা ঠিক জানিনে। তাঁর একটি মেয়ে মারা গিয়েছে শুনিছি।

গোবিন্দ। এঁ্যা—কোনটি ?

চপলা। তা জানিনে ? বড়টি কি ছোটটি। যেটির বিকার হইছিল।

[কির জলখাবার লইয়া প্রবেশ]

চপলা। এই যে জলখাবার এয়েছে। কি, এক গেলাস জল। [কির প্রস্থান] এখানে বরফ পাওয়া যায় না ? তা হোক [আহারাভ্যন্তে] কিছু মনে কর্বেন না। বাঃ এখানে খাসা জলখাবার পাওয়া যায় ত। কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরিয়া ফরমাজ না দিলে ভালো পাওয়া যায় না শুনিছি। সঙ্গে দু' হাঁড়ি নিয়ে যেতে হবে যাবার সময়। আজ আমি এখানে থাকব, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।—আপনার বাড়ীটা আর একটু রাস্তার ধারে হ'ত ত খেতে খেতে রাস্তার লোকের যাতায়াত দেখা যেত। ওটা দেখতে আমি বড় ভালো বাসি। [আহার শেষ করিয়া সর্ব্বৎ পান করিয়া পান খাইয়া বিছানায় শয়ন] আঃ ঝাঁচা গেল। আমি এই খাটেই শোব'খুনি। আপনি অন্ত্র শোবেন। আপনি ভারি ভদ্রলোক। দেখছি আপনার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল কেন ? আপনার খবরের নামে ডিক্রিয়ারি করা বাবার কড়া হুকুম না হলে সেটা রহিত কর্তাম। আচ্ছা দেখুন, আপনার খাতিরে না হয় এক মাস কাল অপেক্ষা কর্তে পারি। তাঁদের বাড়ীতে দুর্ঘটন—আর আপনার মত ভদ্রলোকের খবর। না, মেয়েটি বুঝি মরে নি। তবে মরুমর বটে।

গোবিন্দ। (সাগ্রহে) তবে এখনও বেঁচে আছে !

চপলা। হাঁ—মরার দাখিলই। কলকাতার নয়নচাঁদ সার্বভৌমকে চেনেন! সে ভারি মস্ত কবিরাজ। সে একবার তিন কিলে পিলে আরাম করে' দিইছিল। আবার একদিন চুণোগলির এক ফিরিঙ্গি রাগে তার স্ত্রীর মাথা কেটে ফেলেছিল। পরে রাগ পড়লে নয়নচাঁদ সার্বভৌমকে নিয়ে এল। তিনি মাথাটা কুকুর দিয়ে খাওয়ালেন—অমনি আরাম—গোর দিতে হলো না তিনি নাকি এক সাপে কামড়ানর ওষুধ বার করেছেন যে, সাপে কাউকে কামড়ালে সে ওষুধটা সাপের মাথায় যে দেওয়া, সেই সব আরাম।

গোবিন্দ। [সবিস্ময়ে] বলেন কি!

চপলা। আমার ঠাকুর্দাকে একবার একটা বাঘে কামড়িছিল। সমস্ত ধড়টা থেয়ে ফেলেছিল। নয়ন চাঁদ কবিরাজ এল, এসে একটা গরুর ধড় লাগিয়ে বঁধে কি ওষুধ লাগিয়ে দিল, অমনি জোড়া লেগে গেল। আমার ঠাকুর্দা দিন গেলে বরাবর এক সের দেড় সের করে' দুধ দিয়ে এয়েছেন।

গোবিন্দ। না না, তাও কি হয়!

চপলা। আশ্চর্য্য! যার কাছে এটা বলেছি, সেই অবিবাস করেছে; কিন্তু হিন্দুভয়জ্ঞা শাস্ত্রে কি সব আশ্চর্য্য ওষুধ আছে, তার ত খোঁজ রাখে না।

গোবিন্দ। বটে! যে বাঘটা খেইছিল সে বাঘটা কত বড়?

চপলা। সে বাঘটা ৩০ ফুট লম্বা আর পোনে দশ ফুট উঁচু। ঠাকুর্দা—সেটাকে যে গুলি মেরেছিলেন, তাতেই ওছট মেরে পড়ে' গিয়ে ধরা পড়িছিল। এখন সেটা কলকাতার চিড়িয়াখানায় আছে। ঢুকতেই ঠিক ডান দিকে।

গোবিন্দ । তবে সে কবিরাজকে আনা জে হয় ।

চপলা । তা হ'ত । কিন্তু তাঁকে ত আর পাবার যো নেই । তিনি
হাওয়া বদলাতে এরা কানে গিয়েছেন । [শিব মিলেন] [বেগে
জামরাজের প্রবেশ ও ভূমিতে লুষ্ঠন] [চপলার প্রস্থান]

রাম । [ক্রন্দন স্বরে] বাবু কি হবে ! কি হবে !

গোবিন্দ । [ব্যগ্রভাবে] কি ! কি !

রাম । মোর গিন্নী ঠাকুরণ—ওঃ—[স্নদীর্ঘ নিঃশ্বাস]

গোবিন্দ । গিন্নী ঠাকুরণ কি ?—জরে মারা গিয়েছে বুঝি ? ? ওঃ !
যা ভেবেছি তাই । ওগো তুমি আমার ফেলে কোথায় গেলে গো !
[ভুতলে পতন]

রাম । অর টর রোগ টোগ কিছু হইনি গো, রোগ ত তার ছোট
বোনটির—মোদের গিন্নী ঠাকুরণ—বাবারে—কি হলরে ।—

গোবিন্দ । কি হল, বল না শীঘ্রের থলে ।

রাম । তাঁর শরীর ত বেশ ছিল—কিন্তু—

গোবিন্দ । কিন্তু কি ?

রাম । যেদিন আপনার বিয়ের কথা মিছে করে' বলি গো, মিছে
করে' বলি—সে দিন—ওঃ—

গোবিন্দ । সে দিন কি ?

রাম । তাঁর শোবার ঘরে রাতে দুয়ের দ্বয়ে, আফিও শুলে—

গোবিন্দ । খেলে বুঝি ! [বসিয়া পড়িয়া] ওগো আমার কি হবে
গো ! কেন মিছে করে' বলতে বললাম —

রাম । একে না । আফিও খায়নি ।—তবে—

গোবিন্দ । [উঠিয়া] খাইনি । আবার তবে কি ?

রাম। আকিঙা গুলে' খানিক ভেবে চিন্তে, সেটা জানালা দিয়ে ফেলে দিল।

গোবিন্দ। তবু ভালো। 'অমন করে' বলে? ভয়ে আত্মপ্রাণী শুকিয়ে গিইছিল। [উঠিয়া'গা ঝাড়িলেন]

রাম। কিঙ্ক—

গোবিন্দ। আবার 'কিন্ত' কি ?

রাম। সে বরে আড়ার চারগাছ লম্বা দড়ি ঝুলত। যা'তে বিছানা তোলা থাকত গো বিছানা তোলা থাকত—

গোবিন্দ। সে দড়ি কি হয়েছে ?

রাম। সে দড়িগুলো খুলে নিয়ে এক সঙ্গে লম্বা কবে' বেঁধে—
উঃ হঃ হঃ—

গোবিন্দ। গলায় দড়ি দিল বুঝি ? [বসিয়া পড়িয়া ক্রন্দন]

রাম। এজ্ঞে না গলায় দড়ি দেই নি—

গোবিন্দ। অ্যা—দেই' নি ? [উঠিয়া] তবে কি হল শীঘ্র বল।

রাম। সেই দড়িগুলো এক সঙ্গে বেঁধে তা'ব .সিন্দুক পেট্রোতে কাপড় গহনা পত্রব পূরে, সে গুলো ত কবে' দড়ি দিয়ে বাঁধল। তার পব সে গুলো নৈহাটি ইন্টিশনে একখানা গরুর গাড়ী করে' কখন যে পাঠিয়েছে কেউ জান্তি পারি নি গো—

গোবিন্দ। অ্যা—[বসিয়া পড়িলেন।]

রাম। তারপরে সেই যে এক বকা ছোড়া তাদের বাড়ী থাকত—
তার চেহারাখানা বড় ভালো গো, চেহারাখানা বড় ভালো।—তার সঙ্গে একবারে—উঃ হঃ হঃ হঃ—বাধার—

গোবিন্দ। নিরুদ্দেশ বুঝি? তোরা পিছু পিছু ইস্টশনে যেতে পাল্লিনে?

রাম। বাইনি কি? উঃ—ভদ্র লোকের ঘরে—

গোবিন্দ। গিয়ে দেখলি যে তারা নেই? ওঃ! যা ভেবেছিলাম তাই।—সে হতভাগা ছোড়ার চেহারা দেখেই খারাপ মতলব টের পেইছি। [ক্রন্দন।]

রাম। এজ্ঞে না। মোরা ইস্টশনে গিয়ে দেখি, মাঠাকরুণ রেল গাড়ীতে উঠলেন।

গোবিন্দ। এঁ্যা—তোরাও উঠতে পাল্লি নে?

রাম। —এ এজ্ঞে উঠেই ত মাঠাকরুণকে সঙ্গে করে, নিয়ে আলাম। এই যে মাঠাকরুণ আপনাই আসছে। [এক দিক দিয়া রামকান্তের প্রস্থান, অপর দিক দিয়া নিম্নলার প্রবেশ]

নিম্নলা। [মাটিতে পড়িয়া] ওগো আমার স্ত্রী কোথায় গেল গো! যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে গো—[উঠিয়া] একবারে যে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে? আনতে লোক না কি পাঠাবে না বলিছিলে?

গোবিন্দ। [স্বগত] একি সত্যিই গৃহিণী স্বয়ং উপস্থিত, না স্বপ্ন দেখছি? স্বপ্নে মতিভ্রমতি কিম্বদমিত্তজালম্। সব কথা ফাঁস হয়ে গিয়েছে দেখছি। সব রামা বেটার বজ্জাতি দেখছি। ছোকরাটা গেল কোথায়? রামা বেটাই বা গেল কোথায়? [প্রকাশ্যে] তা এ দীনের বাড়ীতে যে ভবদীয় ব্যক্তির জ্ঞায় মহতের পদার্পণ হয়েছে—সে আমার জ্ঞায় হীন জনের পরম সৌভাগ্য! তবে এ ষড়যন্ত্র কেন?

নিম্নলা। তুমিই বা কম করিছিলে কি? তোমার বিয়ে না? কবে? আমরা বরণ টরণ কর্তে এলাম। বৌ কৈ গো!

গোবিন্দ । পাত্তীটি হঠাৎ মারা গিয়েছে ।

নির্মলা । বটে !—তোমার দেখে আতঙ্কে না কি ?

গোবিন্দ । [স্বগত] আর চালাকিতে কাজ কি ? কার কত দূর দোড় দেখা গিয়েছে । [প্রকাশ্যে] আমারই হার ! তোমার জিত হলো ? এই যে ইন্দু যে, আবার ইটি কে ?

[ইন্দুভ্রমণ ও জীবনেশে চপলার প্রবেশ]

ইন্দু । তা গোবিন্দ বাবু ঠিক বলেছেন । প্রেমের পাশাখেলার রমণীদের চিরকালই জিত । এখন আপনার সঙ্গে—আমার নবোক্তা বুদ্ধিমতী সুন্দরী পত্নী ও আপনার শ্রালিকা চপলা দেবীর আলাপ করে' দেই । চপলা ! ইনিই গোবিন্দ বাবু—গোবিন্দ বাবু ! ইনিই—চপলা কেমন গোবিন্দ বাবু, আমার জ্ঞাতি বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী কি না ?

গোবিন্দ । [অন্তমনস্ক ভাবে] হ্যাঁ সুন্দরী বটে । কিন্তু গুঁর বুদ্ধিমত্তার এখনও পরিচয় পাইনি ।

ইন্দু । পেয়েছেন বৈ কি ? এখনই যিনি এই বিছানার উপরে হৃদয়নাথ চৌধুরী রূপে অধিষ্ঠিত হইছিলেন, তিনি ইনি ভিন্ন আর কেউ ন'ন ।

গোবিন্দ [যেন আকাশ হইতে পড়িয়া] এঁয়া—ইনি কি এঁর, সহোদরা ! একটু মাংসটি বিভাগ করে' নিলে হত না ।

ইন্দু । এ দাস তাঁর আজ্ঞাবহ । তাই তাঁর আজ্ঞাক্রমে আমি আপনাকে যথাক্রমে দুইখানি অলীক সংবাদপূর্ণ পত্র লিখেছি । মার্জনা কর্ণেন ।

চপলা । স্বামী ! তোমার বক্তব্য শেষ হয়ে গিয়ে থাকে যদি, তবে আমার তিনটি প্রার্থনা আমার ভগ্নীপতির সম্মুখে জ্ঞাপন করি ।

গোবিন্দ । আজ্ঞা করুন । গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায় 'কর্ণধর' উচ্চ করিয়া আছেন ।

চপলা । প্রথমতঃ নিবেদন—আপনি—আপনার ভাষা অর্থাৎ মন্ডয়ীকে সাদরে অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ করুন । কারণ, আমি শপথ-সহকারে বলছি যে তিনি আপনার সতী সাধবী ও অমরকণা স্ত্রী ।

গোবিন্দ । তথাস্তু । তবে—

চপলা । [কর্ণপাত না করিয়া] দ্বিতীয়টি এই যে, আপনার বিশ্বাসী ভৃত্য রামকান্তের সম্প্রতি অভ্যুত্থোচিত ব্যবহার মার্জনা করুন ।

গোবিন্দ । তথাস্তু । কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—

চপলা । তৃতীয়তঃ আমাদের বন্ধু শ্রীশরৎকুমার হালদারের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই । [উচ্চৈঃস্বরে] রামকান্ত ওকে বোচরাম, আর গোলাপী ওকে শরৎকুমার ।

[রামকান্তের ও গোলাপীর প্রবেশ]

চপলা । ইনিই উক্ত শরৎকুমার হালদার, আসল নাম গোলাপী, এ রামকান্তের বহুদিন পূর্বে পরিণীতা ভাৰ্য্যা ।

গোবিন্দ । রামা ! সত্যি ?

রাম । এজ্ঞে, মুনিবের সামনে কি মিথ্যে কইতি পারি—ইনিই মোর ইষ্টদেবতা ।

গোবিন্দ । পারিসনে বটে ?—তবে এতক্ষণ কি হচ্ছিল ? বেটা আমার সঙ্গে চালাকি ?—লাঠিগাছটা গেল কোথা !

চপলা । আপনার প্রতিজ্ঞা স্বরণ করুন । আর, কাকেও সাজা দিতে হইত তাঁমাকৈ দেন ।

গোবিন্দ । শ্রীশঙ্কর চিরকালই সত্য থুম, মাফ ! আমি যদিও

স্বভাবতই ‘বজ্রাদপি কঠোরানি,’ তথাপি দরকার হলেই তরুণই আবার ‘মৃদুগি কুসুমাদপি’ হ’তে পারি।

চপলা। গোবিন্দ বাবু জীকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে নিজে মোটা হওয়া যদিও জীর প্রতি স্বামীর ভালবাসার লক্ষণ বলে’ আমার বোধ হয় না, তবে আমাদের বিশ্বাস আপনার নবোঢ়া জীর প্রতি আপনার ভালবাসা আছে—সেটা প্রকাশ কর্তে লজ্জিত হবার কোন কারণ দেখিনে। জী অভিমান করে, স্বামীর কাছে আদর প্রত্যাশা করে বলে’—স্বামীর কর্তব্য নয়, যে অভিমানকে পায়ে ঠেলা। দুর্বল রমণীজাতির অভিমান আর অশ্রু ছাড়া আর কি প্রহরণ আছে ?

গোবিন্দ। কেন ? সম্ভার্জুনী। [নির্মলাকে] কি বল ?

ইন্দু। সে উনি আপনাকে নেহাইৎ আপনার লোক বলেই মারেন—নইলে আমাকে ত আর মার্তে যাননি —

গোবিন্দ। [নিম্নস্বরে, মন্তক-কণ্ঠসহকারে] কিছু মধ্যে মধ্যে মাত্রাটা বেশী হয়ে যায় যে—

নির্মলা। কোন্ শালী আর তোমাকে আঁটার বাড়ি মারে !

গোবিন্দ। দোহাই ধর্ম !—মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘা দিও ! সেটা যে মোতাত হয়ে গিয়েছে। অমন সঞ্জীবনোষধিরস নিস্পীড়িতেন্দুকরকলজ জিনিস ছাড়তে আছে ?

চপলা। তবে এখন এই বিরহের পালা শেষ করা যাক—

ইন্দু। রাধিকার বিরহ নিয়ে কত কবিতা নাটক ছড়া হলো, কিন্তু এ বিবহটির বিষয় কেউ লেখে না,—এই দুঃখ। দেখি যদি কেউ এই বিষয়ে একথানা নাটিকা লিখতে স্বীকার হয়।

চপলা । তবে এখন মকলাচরণ করে' আপাততঃ পালানী শেখ
করাই বিধেয় ।

[সকলের গীত]

(সুর বাড়িল)

পুরোনো হোক ভাল হাজার হার গো এমনি কলির বাজার ;
মাঝে মাঝে নতুন নতুন নৈলে কারো চলে না ।
নিত্যই গোলাও কোর্পা আহার বল ভালো লাগে কাহার ?
আমার ত তা দু'দিন পরে গলা দিয়ে গলে না ।
দু' চার বর্ষ হ'লে অতীত চাবার জমি রাখে পতিত ;
নইলে সে উর্বর হলেও বেশী দিন আর ফলে না ।
নিত্যই যদি কার্য না পাই প্রাণটা করে ইঁকাই ইঁফাই ,
যদিও ঘুমিয়ে থাকলেও কেউ কিছুই বলে না ?
ক্রমাগত টমা খেরাল ডাকে যেন কুকুর শৈয়াল,
এতাই আমরা দেখলেও তাতে মন টলে না ।
এক স্ত্রী নিয়ে হ'লে কারবার, বালিয়ে নিতে হয় দু' চারবার—
বিব্রহ আত্মিক্তি ভিন্ন প্রেমের আশুন ফলে না ।

স্ববিনীকা-পতন

—

পাত্র

(পুরুষ)

গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগরে ও কিঞ্চিৎ বিষয়সম্পন্ন পণ্ডিত ।
বয়স একোনপঞ্চাশৎ, বর্ণ ‘হাফ্, আংড়াই’ গোছ—‘হাফ্’ গোর ।
শিরোদেশে টাক ও টিকি ; গুম্ফদাড়িবিবর্জিত । চেহারা সুন্দর ;—
দীর্ঘ নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, চক্ষু দুটি বড় না হইলেও আয়ত ও তীক্ষ্ণ,
হাস্তময় ওষ্ঠ, বিভক্ত চিবুক । একহারা ; বিরহের পর একটু ‘গায়ে
পুরস্ত’ হইয়াছিলেন ।

ইন্দুভষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গোবিন্দের ভান্সরাভাই । হুগলি কলেজের
উক্তীর্ণ ‘গ্রাডুয়েট (বি, এ,) ও নবনিযুক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । বয়স
পঞ্চবিংশতি । বর্ণ সুগোর । সুপুরুষ ।

রামকান্ত ওফে বেচারাম ঘোষ—গোবিন্দের ভৃত্য । বেটে, কালো,
মাথায় ঝাঁকড়া চুল ।

গদাধর, পীতাম্বর, বংশীবদন, ছবিওয়ালা, অর্জুন ও নিতাই
ইত্যাদি ।

(স্ত্রী)

নির্মলা । গোবিন্দের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী । বয়স উনবিংশতি । বর্ণ
স্বাম । দীর্ঘ অতি স্থূল ও প্রশস্ত দেহ । ক্ষুদ্র ললাট, আয়ত চক্ষু,
প্রশস্তস্থলাধরা, দীর্ঘকেশী । পারে মল পরিতেন ও গায়ে প্রচুরপরিমাণে
গহনা পরিতেন ।

চপলা । নির্মলার ভগিনী ও ইন্দুভূষণের নবোঢ়া স্ত্রী । অণ্ডার-
গ্রাডুয়েট । সুরূপা, কৃশাবী, গৌরী, দীর্ঘপশ্মনেত্রী, হস্তময়কুদ্রোষ্ঠী ।
কামিজাদি ও জুতা যোজা পরিতেন ।

গোলাপী । একটি চাবার কন্যা ।

চাঁপা, জুই, বেলা, মল্লিকা, দামিনী, যামিনী, প্রমদা ও সারদা
ইত্যাদি ।
